রাঁচি, রবিবার

27:11:2022

web : www.rashtriyakhabar.com

ঘরে-বাইরে 7 ভারতে আলোচনায় সরকারী...

ঝাড়খন্ড 5

সম্পাদকীয় 4

নাগরিক হওয়ার নিয়ম ...

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR

BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >> 048 >>10 Agrahan 1429 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ০৪৮ >> << ১০ই, অগ্রহায়ণ ১৪২৯>>

ভেঙে পড়ছে ইউক্রেনে পাঠানো মার্কিন কামান

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ ইউক্রেনে পাঠানো মার্কিন নির্মিত উন্নত প্রযুক্তির হাউইটজার কামান নিয়মিতভাবে ভেঙে পড়ছে অথবা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এগুলো মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকার প্রভাবশালী পত্রিকা নিউ ইয়র্ক টাইমস শুক্রবার কয়েকটি সূত্রের বরাত দিয়ে এ খবর দিয়েছে। হাউউটজার কামানের এই সমস্যা সমাধানের জন্য উপায়হীন হয়ে পেন্টাগন পোল্যান্ড সীমান্তে একটি মেরামতের কারখানা স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে। যুদ্ধের গত কয়েক মাসে আমেরিকা ইউক্রেনকে অন্তত ৩৫০টি হাউইটজার কামান দিয়েছে। ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহের সঙ্গে জড়িত মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে পত্রিকাটি জানিয়েছে, ৩৫০টি হাউইটজারের তিনভাগের এক ভাগ এরইমধ্যে অকার্যকর হয়ে গেছে। পত্রিকাটি বলছে, হয় দীর্ঘ সময় ধরে মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার নাহয় যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে এসব কামান অকার্যকর হয়েছে এবং এগুলোকে যুদ্ধক্ষেত্রে ঠিক করা যায় না। এসব হাউইটজার ঠিকঠাক করা এখন মার্কিন সামরিক বাহিনীর ইউরোপীয় কমান্ডের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এগুলো ঠিক করার জন্য পোল্যান্ড সীমান্তে একটি কারখানা স্থাপন করা হয়েছে।

বাজার দর

SENSEX : 62293.64 +20.96

NIFTY : 18512.75 +28.65

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
26.00 °c	11.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .01 টা

সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .10 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 51,910 টাকা./10 গ্রাম

সোনা (ক্রয়) 47,950 টাকা./10 গ্রাম

রুপা >> 66,450 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

সবচেয়ে বেশি মাত্রায় নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে পাশ্চাত্যে ঃ তালেবান

কাবুল (এজেন্সী) ঃ তালেবান সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন, নারীদের প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণের ঘটনা গণতন্ত্রের দাবিদার পশ্চিমা দেশগুলোতেই বেশি রেকর্ড করা হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আফগানিস্তানে নারী অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। নারী ও মেয়েদের উপর তালেবান সরকার কঠোরতা আরোপ করেছে বলেও পশ্চিমারা সমালোচনা করেছে। তারই প্রতিক্রিয়ায় তালেবান সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আব্দুল কাহহার বালখি এ মন্তব্য করেন। কাবুল থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, আব্দুল কাহহার বালখি আজ এক বার্তায় বলেছেন, আমেরিকায় প্রতি ৩ জন নারীর মধ্যে ১জন সহিংসতা ও ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এই সমস্যাটি পশ্চিমা গণতন্ত্রের দাবিদার অন্যান্য সরকারের ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্য বলে তিনি মন্তব্য করেন। বালখি বলেন, ইসলামী সরকার নারীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে বাধ্য। আফগানিস্তানে জাতিসংঘের উপমহাসচিবের দফতর 'ইউনামা'র দেওয়া বিবৃতি প্রত্যাখ্যান করেছেন জনাব বালখি। ওই দফতরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিশ্বে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার মাত্রা আফগানিস্তানে সবচেয়ে বেশি। তালেবান সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আব্দুল কাহহার বালখি ইউনামা'র বিবৃতিকে অসত্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে কাজ করতে চায় চীন

বেইজিং ঃচীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং উত্তর কোরিয়া নেতা কিম জং উনকে পাঠানো বার্তায় বলেছেন, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় পিয়ংইয়ংয়ের সঙ্গে সহযোগিতা মূলক কাজ করতে চায় বেইজিং। উত্তর কোরিয়ার সরকারি বার্তা সংস্থা কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি শনিবার ওই বার্তার উদ্ধৃতি দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে। সম্প্রতি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বার্ষিক সম্মেলনে শি জিনপিং তৃতীয় মেয়াদে চীনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের অনুমোদন পাওয়ার পর তাকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন কিম জং উন। ঐ চিঠির জবাব দিয়েছেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। উত্তর কোরিয়ার নেতাকে পাঠানো বার্তায় চীনা প্রেসিডেন্ট বলেছেন, কোরিয় উপদ্বীপ এবং বিশ্বে শান্তি, স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির জন্য উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে চীন সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। শি জিনপিং বলেন, বিশ্ব,সময় এবং ইতিহাসের ক্ষেত্রে নজিরবিহীনভাবে পরিবর্তন আসছে এবং এসব পরিবর্তনে পিয়ংইয়ংয়ের সঙ্গে কাজ করতে সম্পূর্ণভাবে আগ্রহী বেইজিং। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার কয়েক দিন পর চীনের পক্ষ থেকে এই বার্তা পাঠানো হলো।

গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে ৮৯টি আসনে প্রার্থীদের মধ্যে ২১ শতাংশের অপরাধমূলক রেকর্ড

গুজরাট ঃ গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে ৮৯টি বিধানসভা আসনে প্রার্থীদের মধ্যে ২১ শতাংশেরই অপরাধমূলক রেকর্ড রয়েছে।

নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় ৭৮৮ প্রার্থীর দেওয়া হলফনামা থেকে ওই তথ্য উঠে এসেছে। এবার মোট ১৬৭ জন প্রার্থী হলফনামায় তাদের অপরাধ প্রেক্ষাপটের তথ্য দিয়েছেন। এই প্রার্থীদের বেশিরভাগই আম আদমি পার্টির। এর মধ্যে প্রায় ১৩ শতাংশ প্রার্থী গুরুতর অপরাধে জড়িত ছিলেন।

অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মসের (এডিআর) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত নির্বাচনে এই শ্রেণিতে মোট ৮ শতাংশ প্রার্থী গুরুতর অপরাধের তালিকায় ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে পাঁচ বছরের বেশি শাস্তিযোগ্য অপরাধ, জামিন অযোগ্য অপরাধ, হত্যার চেষ্টা, নির্বাচনসংক্রান্ত অপরাধ, সরকারি কোষাগারের ক্ষতিসাধনসহ অন্যান্য অপরাধে মামলা রয়েছে।

দিল্লি ও পাঞ্জাবের পর এবার আম আদমি পার্টি (আপ) গুজরাটেও জয়ের চেষ্টায় মাঠে নেমেছে। নথি অনুসারে, 'আপ' অপরাধমূলক প্রার্থীদের তালিকায় অন্যদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। 'আপ'-এর ৮৮ জনের মধ্যে ৩২ জন (৩৬ শতাংশ), কংগ্রেসের ৮৯-এর মধ্যে ৩১ জন (৩৫ শতাংশ), বিজেপির ৮৯ জনের মধ্যে ১৪ জন (১৬ শতাংশ) এবং ভারতীয় উপজাতি পার্টির ১৪ জনের মধ্যে চার জন (২৯ শতাংশ) প্রার্থীর অপরাধমূলক রেকর্ড রয়েছে। এর মধ্যে 'আপ'-এর ২৬ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে, কংগ্রেসের ১৮ জন, বিজেপির ১১ জনের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধমূলক রেকর্ড রয়েছে।

হলফনামা অধ্যয়ন থেকে আরও প্রকাশ এবার বেশিরভাগ প্রার্থীই কেবল পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। এর মধ্যে ৪৯২ জন প্রার্থী রয়েছে। ১৮৫ জনের যোগ্যতা স্নাতক এবং তার উপরে, ২১ জন প্রার্থী ডিপ্লোমাধারী,এবং ৫৮ জন সাক্ষর। এবার নারী প্রার্থীদের প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে।

১৮২ আসন সমন্বিত গুজরাট বিধানসভা নির্বাচন হবে আগামী ১ ও ৫ ডিসেম্বর। ১ ডিসেম্বর ১৯টি জেলার ৮৯টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। বাকি কেন্দ্রের ভোট হবে ৫ ডিসেম্বর। ফল ঘোষণা হবে ৮ ডিসেম্বর।

সিরিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের সম্ভাবনার কথা বলে ভাঁওতাবাজি করছে তুরস্ক ঃ বাসিনা শাবান

সিরিয়া (এজেন্সী) ঃ সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের বিশেষ উপদেষ্টা বাসিনা শাবান বলেছেন, সিরিয়ার সঙ্গে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার কাছাকাছি পৌঁছার যে দাবি তুর্কি কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে তা প্রতারণা।

সম্প্রতি তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোগান বলেছেন, আঙ্কারা ও দামেস্কের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে বাসিনা শাবান বলেছেন, এসব বক্তব্য কেবলি গণমাধ্যমের খোরাক। বাস্তবতার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি আরও বলেছেন, গত কয়েক মাস ধরে তুর্কি প্রেসিডেন্টসহ সেদেশের কর্মকর্তারা বিশেষ কারণে এ ধরণের বক্তব্য দিচ্ছেন। হতে পারে এগুলো নির্বাচনী বক্তব্য, আবার কোনো পক্ষকে চাপে ফেলতেও এসব কথা বলা হতে পারে। সম্প্রতি তুরস্কের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, রাজনীতিতে চীরস্থায়ী হিংসা-বিদ্বেষের স্থান নেই। উপযুক্ত সময়ে সিরিয়ার সঙ্গে সম্প্রীতির বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এরপর থেকেই সিরিয়া ও তুরস্কের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং দুই দেশের প্রেসিডেণ্টের মধ্যে বৈঠকের সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আসাদের বিশেষ উপদেষ্টা কার্যত এ ধরণের সম্ভাবনাকে ভাঁওতাবাজি বলে মন্তব্য করলেন।

মানবাধিকারের লেবাসধারী জার্মানির মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইতিহাস বড়ই নেতিবাচক

বার্লিন (এজেন্সী) ঃ জার্মানি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে আমেরিকার সঙ্গে মিলে ইরানে সাম্প্রতিক নৈরাজ্য ও অস্থিরতার ইস্যুতে তেহরানের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক এবং হস্তক্ষেপমূলক নীতি গ্রহণ করেছে। ইরানে সম্প্রতি বিদেশি মদদপুষ্ট যে সহিংসতা চলছে তাতে ইরান মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে এই অভিযোগ তুলে জার্মানির অনুরোধে গত বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অথচ বার্লিনের মানবাধিকার রেকর্ডের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে এ ক্ষেত্রে তাদের অনেক নেতিবাচক ইতিহাস রয়েছে। এই বৈঠকে জার্মানিসহ পশ্চিমা দেশগুলো ইরানের বিরুদ্ধে সমন্বিত প্রোপাগান্ডা যুদ্ধ চালিয়েছে এবং অনেক ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছে। জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালিনা বেয়ারবক দাবি করেছেন, আমরা ইরানকে অনেক ক্ষেত্রে দমনমূলক পদক্ষেপ বন্ধ করতে বলেছি, কিন্তু দিনদিন তা আরও বেড়েছে। একইভাব জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলজ তার অফিসিয়াল টুইটার বার্তায় ইরানের সাম্প্রতিক বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন, আমাদের অবশ্যই (ইরানে) মানবাধিকার লঙ্ঘনের দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং এ বিষয়ে কাজ করতে হবে। ঊর্ধ্বতন জার্মান কর্মকর্তারা যেমন চ্যাঞ্চেলর এবং দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইরানের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন। অথচ দেশটির কর্মকর্তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং স্বজ্ঞানে রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির জন্য প্রযোজেনীয় বিপুল পরিমাণ উপকরণ এবং সরঞ্জাম ইরাকের সাবেক বাথ সরকারকে সরবরাহ করেছিলেন। এর মাধ্যমে তেহরানের বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেয়া আট বছরের যুদ্ধে সাদ্দামের বাথ সরকার ইরানি জনগণের বিরুদ্ধে বর্বরোচিত যুদ্ধাপরাধসহ ইরাকি কুর্দিদের বিরুদ্ধেও বড় ধরনের মানবিক বিপর্যয় ঘটানোর সুযোগ পায়। এটি এমন একটি বিষয় যা ইরানি কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে। আরোপিত যুদ্ধে ইরাক পরীক্ষামূলক, সীমিত, ব্যাপক-বিস্তৃত আক্রমণ সহ মোট ৫৮২টি রাসায়নিক হামলা চালিয়েছে। বর্বরোচিত এসব হামলার ফলে ১০ হাজারের বেশি মানুষ শহীদ হওয়ার পাশাপাশি প্রায় এক লাখ লোক আহত হয়। জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের সভায় এ প্রসঙ্গে ইরানের প্রতিনিধি খাদিজা কারিমি বলেছেন, রাসায়নিক অস্ত্র নির্মাণের জন্য প্রযোজেনীয় উপকরণ এবং সরঞ্জামের বৃহত্তম সরবরাহকারী ছিল জার্মানি। আরোপিত যুদ্ধে ইরাকের বাথ সরকার এসব রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের ফলে বিপুল সংখ্যক ইরানি শহীদ হয় এবং অসংখ্য মানুষ আহত হয়। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমিরাবদুল্লাহিয়ান তার টুইটার বার্তায় লিখেছেন, ইরানী জনগণ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাদ্দামের রাসায়নিক অস্ত্রের প্রধান সরবরাহকারী হিসাবে বার্লিন সরকার তাদের অন্যায় ও অমানবিক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে বছরের পর বছর ধরে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। এখন তারা তারা আমাদের জনগণের বিরুদ্ধে আরও মানবাধিকার বিরোধী কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য মানবাধিকারের পদ্ধতির অপব্যবহার করছে এবং এসব করছে ইরানীদের সাথে মিথ্যা সংহতির নামে।

সমকামিতা রাশিয়ায় প্রথাগত যৌন সম্পর্কের বাইরে সমকামিতাকে উৎসাহিত করা যাবে না

রাশিয়ায় সমকামী বিরোধী আইনের সমালোচনায় আমেরিকা হস্তক্ষেপ বলছে মস্কো

মাস্কো (এজেন্সী) ঃ সমকামিতা নিষিদ্ধ করে রাশিয়ার জাতীয় সংসদ সম্প্রতি যে আইন পাস করেছে তার সমালোচনা করে মার্কিন কর্মকর্তারা যেভাবে বিবৃতি দিয়েছেন তাকে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে উল্লেখ করেছে মস্কো। আমেরিকায় রাশিয়ার দূতাবাস শুক্রবার এক বিবৃতিতে রাশিয়ার জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মার্কিন কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানায়। দূতাবাসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আমেরিকার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা সমকামিতা নিষিদ্ধ করার বিলের সমালোচনা করেছে যা গত বৃহস্পতিবার রাশিয়ার জাতীয় সংসদে পাস হয়। আমরা এই ধরনের বিবৃতিকে আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মারাত্মক হস্তক্ষেপ বলে গণ্য করি।

বিবৃতিতে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে, প্রথাগত পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষার বিষয়ে রাশিয়ার অবস্থান অত্যন্ত শক্ত এবং মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা দেশগুলোর কথিত উদার ও অন্য দেশগুলোর মানবাধিকার নিয়ে বিকৃত চিন্তা প্রত্যাখ্যান করে। রাশিয়ার জনগণের নৈতিক দিকনির্দেশনা যা বহু প্রজন্ম ধরে চলে আসছে এবং রাশিয়ার সভ্য পরিচয়ের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে তার প্রতি সম্মান জানাতে মার্কিন কর্মকর্তাদের আহ্বান জানিয়েছে রুশ দূতাবাস।

বৃহস্পতিবার রাশিয়ার জাতীয় সংসদ দুমা সমকামী প্রচারণা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে একটি বিল পাস করা হয়েছে। 'প্রথাগত মূল্যবোধ রক্ষা' নামক এই বিলের প্রতি রাশিয়ার ৩৯৭ জন সংসদ সদস্য সমর্থন জানিয়েছেন। এই বিল পাস হওয়ার কারণে এখন রাশিয়ায় প্রথাগত যৌন সম্পর্কের বাইরে সমকামিতাকে উৎসাহিত করা যাবে না এবং এর পক্ষে কোনো ধরনের বিজ্ঞাপন, বই-পুস্তক প্রকাশ, সিনেমা তৈরি এবং গণমাধ্যম কার্যক্রম চলতে পারবে না।

কোনো ব্যক্তি এই আইন অমান্য করলে তাকে ছয় হাজার ৬০০ ডলার পর্যন্ত জরিমানার মুখে পড়তে হবে। কোনো প্রতিষ্ঠান হতে সমকামিতার পক্ষে প্রচারণা চালালে সেই প্রতিষ্ঠানকে ৮৩ হাজার ডলার জরিমানা গুণতে হবে। যে সমস্ত বিদেশী এই আইন মানতে পারবে না তাদেরকে রাশিয়া থেকে বহিষ্কার করা হবে।

বিলটি এখনো আইনে পরিণত হয়নি, তবে আশা করা হচ্ছে শিগগিরই প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এতে সই করবেন এবং তখন থেকে এটি আইনে পরিণত হবে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন এই বিলকে মত প্রকাশ এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করেছেন।

বল ভেবে বোমা নিয়ে খেলতে গিয়ে আচমকা বিস্ফোরনে গুরুতর জখম হলো দুই শিশু

মালদা ঃ বল ভেবে বোমা নিয়ে খেলতে গিয়ে আচমকা বিস্ফোরনে গুরুতর জখম হলো দুই শিশু। মঙ্গলবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক থানার বালুটোলা এলাকায় । এই ঘটনার পর আহত দুই শিশুকে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়েছে। পুরো ঘটনার পর আতঙ্ক ছড়িয়েছে বালুটোলা গ্রামে। কে বা কারা পরিত্যক্ত জঙ্গলে বোমা মজুত রেখেছিল , তা নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে মানিকচক থানার পুলিশ। বোমা বিস্ফোরণের পর চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে আহত শিশুর পরিবারের মধ্যেও ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , আহত দুই শিশুর নাম আসিকুল ইসলাম, পাঁচ বছর এবং আব্দুল মোমিন , নয় বছর। দুজনের মাথায় এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বোমার আঘাত লেগেছে । তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়েছে। আপাতত ওই দুই শিশুর অবস্থা সংকটমুক্ত বলে জানিয়েছে পরিবারের লোকেরা।

আহত শিশুর মা আফজলা বিবি জানিয়েছেন, এদিন দুপুরে ওই দুই শিশু বাড়ির সামনে একটি আম বাগানে খেলা করছিল। সেই সময় বোমাটিকে বল ভেবে বাড়িতে নিয়ে আসে। আমরা বোমাটি বুঝতে পারে নি। ওদেরকে বলেছিলাম নোংরা বল, তাই বাইরে ফেলে দিতে। বাড়ির দরজার বাইরে বলটি ছুঁড়তেই বৈমার বিকট আওয়াজে কেঁপে ওঠে। তখনই গিয়ে দেখি দুই ছেলেই গুরুতর জখম হয়ে পড়ে আছে। এরপরই গ্রাম জুড়ে শোরগোল শুরু হয়ে যায়। দুইজনকে উদ্ধার করে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। ওই দুই শিশুর মাথায় এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত লেগেছে। তাদের চিকিৎসা করানো হয়েছে। এই ঘটনার পর এখন আমরা চরম আতঙ্কে রয়েছি। কারা ওই জঙ্গলে বোমা মজুত করে রাখলো সেটি তদন্ত করে দেখুক পুলিশ সেই দাবিও করা হয়েছে । তবে এর আগে এমন ঘটনা ঘটে নি। অল্পের জন্য বাড়ির দুই শিশু প্রাণে বেঁচেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুষ্কৃতীরা আফজলা বিবির বাড়ি থেকে সামান্য দূরে একটি আম বাগানের মধ্যেই ওই বোমাটি রেখেছিল । যেটি এই শিশু দুটি বল ভেবেই কুড়িয়ে নিয়ে আসে। এরপর সেটিকে ছুঁড়ে ফেলতেই বিস্ফোরণ ঘটে । এই ঘটনার পিছনে কে বা কারা জড়িত রয়েছে , তাদের খোঁজে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

কালচিনি ব্লকের হাসিমারা এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় আহত দুজন যুবক

আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি ব্লকের হাসিমারা এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় আহত দুজন যুবক । রবিবার রাতে হাসিমারা এলাকায় এক বাইক আরোহীকে পিছন দিক থেকে এসে একটি ছোটো মালবাহী গাড়ি ধাক্কা দেয় এতে বাইকে দুজন যুবক ছিটকে পড়ে যায় এবং এক বাইক আরোহী শরীরের উপরে ছোটো গাড়ি উঠে যায় । পরবর্তীতে স্থানীয় বাসিন্দা আহতদের উদ্ধার করে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে আহতরা সাঁতালি চা বাগানের বাসিন্দা সাহিব টোপ্পো ও অর্জুন কচুয়া । বর্তমানে দুজন ই লতাবাড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ।

হরিশ্চন্দ্রপুরে দল বেঁধে শেয়ালের হামলা । গুরুতর জখম ৫, আতঙ্ক ভালুকা এলাকাতে

মালদা ঃ সোমবার ভোর বেলায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ভালুকা অঞ্চলের কালিতলা গ্রামে একদম শেয়াল হঠাৎ করে হানা দেয়। সেই সময়ে গ্রামের মানুষ সকালে বিভিন্ন কাজের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। শিয়ালের দলের হামলায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে কালিতলা গ্রামের মানুষ। শিয়ালের দলকে আটকাতে গিয়ে ওই গ্রামের পাঁচজন গ্রামবাসীর গুরুতর আহত হন। যদিও হামলার পরক্ষণেই খবর ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্রাম জুড়ে । এরপরই গ্রামবাসীরা লাঠি সোটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে শিয়ালের দলটিকে গ্রামের বাইরে রেখে আসে। আহত ৫ গ্রামবাসীকে নিকটবর্তী ভালুকা গ্রামীণ হাসপাতালে তড়িঘড়ি করে ভর্তি করানো হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করা হয় বলে খবর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে শিয়ালের কামড়ে আহত হয়েছেন পাঁচ গ্রামবাসী। কারো চোখে কারো গলায় কারো আঙুলে কামড়ে দিয়েছে শেয়াল এর দল।

গোটা ঘটনার পর সকাল থেকেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে ভালুকায় এলাকায়।

আক্রান্ত গ্রামবাসী বিশু রাম জানান আজ সকাল বেলায় আমি এবং আমার বাবা উঠে গরুর পালদের খাবার দিচ্ছিলাম। এই সময় বেশ কয়েকটি শিয়াল বাড়িতে ঢুকে পড়ে আমার বাবার উপর হামলা চালায়। বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে আমিও আক্রান্ত হই। বাবার চোখের উপর শিয়ালের কামড় দিয়েছে আমার দুটো আঙুলে শিয়াল আঁচড়ে দিয়েছে।

এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় চলে যান ভালুকা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী চন্দন সাহা। তিনি জানান আজ ভোরবেলায় এলাকায় পাঁচ থেকে সাতটা শিয়ালের দল হামলা চালিয়েছিল। শুনতে পেলাম পাঁচজন গ্রামবাসী গুরুতর আহত হয়েছে তাদেরকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে আমরা বনদপ্তরে খবর দিয়েছি।

৪০ লক্ষ টাকার মাদক সহ গ্রেফতার হল পাচারকারী

শিলিগুড়ি ঃ ৪০ লক্ষ টাকার মাদক সহ গ্রেফতার হল পাচারকারী। বাগডোগরার জঙ্গলিবাবা মোড় সংলগ্ন এলাকায় ঘটনা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এসওজি ও বাগডোগরা পুলিশের যৌথ অভিযানে গ্রেফতার পাচারকারী। ধৃতের কাছে থেকে ৪০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ একটি মোটরসাইকেল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃত যুবক মহম্মদ আসলাম নকশালবাড়ির বাসিন্দা। ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে।

ঘর থেকে দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য

চোপড়া ঃ ঘর থেকে দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে এলাকায়। মৃত সোমা রায়ের পরিবারের দাবি তাকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছে তার স্বামী। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের টেপাগাঁও এলাকায়। মৃত ওই দম্পতির নাম নান্টু রায় (২৫) ও সোমা রায় (২০)। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

জানা গিয়েছে সোমবার সকালে ওই দম্পতির ঘর বাঁচার কান্নার শব্দ শুনতে পায় পরিবারের সদস্যরা। অনেক ডাকাডাকি পরেও কোন শারাসব্দ না মেলায় পরিবারের সদস্যরা জানলা দিয়ে দেখতে পায় দুই বছরের শিশু কন্যাটি বিছানায় উপর বসে কান্না করছে। ওই শিশুটির মা বিছানায় শোওয়া অবস্থায় রয়েছে। এবং নান্টু রায় নামে ওই ব্যক্তিকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার মানুষ ভির জমাতে শুরু করে। তবে কি কারণে এই ঘটনা ঘটল নান্টু রায়ের পরিবারের সদস্যরা কিছু জানেন না।

অন্যদিকে সোম রায়ের বাবা বাড়ির লোকজনের অভিযোগ বিয়ের পর থেকে মেয়ের উপর অত্যাচার চালাত তার স্বামী বলে অভিযোগ। সেই অশান্তির কারণেই সোমা রায় কে খুন করে পরে তার স্বামী গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে বলে সোমার পরিবারের সদস্যদের দাবি। খবর দেওয়া হয় চোপড়া থানার পুলিশ দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ গুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। তবে স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছে ওই ব্যক্তি না দুজনে মিলে আত্মহত্যার করেছে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক

কোচবিহার ঃ কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে বড়সর সাফল্য পেলো। শনিবার , বিকেলে মেখলিগঞ্জের রানীরহাটের ঝেচুরবাড়ি এলাকা থেকে ননী রায় নামে এক ব্যাক্তির বাড়ি থেকে একটি দেশি পিস্তল এবং দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করলো মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনায়, ননি রায়কে(৫৬) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।কোথা থেকে এলো এই অবৈধ আগ্নেয় অস্ত্র ? কি উদ্দেশ্য রাখা হয়েছে? একাধিক বিষয় খোজ শুরু করেছে পুলিশ।

চা বাগানের লোকালয় সংলগ্ন এলাকায় চলে এলো একটি বাইসন

জলপাইগুড়ি ঃ সোমবার সকালে জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে বিন্নাগুড়ি চা বাগানের লোকালয় সংলগ্ন এলাকায় চলে এলো একটি বাইসন। সকাল নাগাদ বাইসনটি রেতির জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে বানারহাট চা বাগান, মোরাঘাট চা বাগান পেরিয়ে পথ ভুলে বিন্নাগুড়ি চা বাগানে ঢুকে পড়ে। বনদপ্তরের বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়ার্ডের আধিকারিক ও কর্মীরা দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর সকাল ১০ টা নাগাদ বাইসনটিকে তাড়িয়ে আবারো রেতির জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হন।

দুর্গম গ্রাম , সেই গ্রামে যাওয়ার একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে মোটর বাইক, সাইকেল অথবা তিন চাকার ভ্যান। গ্রামের অধিকাংশই মাটি এবং টালির বাড়ি

মালদা ঃ দুর্গম গ্রাম , সেই গ্রামে যাওয়ার একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে মোটর বাইক, সাইকেল অথবা তিন চাকার ভ্যান। গ্রামের অধিকাংশই মাটি এবং টালির বাড়ি। আর তারই মাঝে তিন তালার প্রাসাদ প্রমোদ বাড়ি দিনমজুর রয়েল শেখের । যার বাড়ি থেকেই রাজ্য পুলিশের এসটিএফ নগদ ভারতীয় অর্থ ৩৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছিল গত শুক্রবার রাতে ।

কালিয়াচক থানার জালুয়াবাধাল গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গা নারায়ণপুর এলাকায় এখন ওই দিনমজুরকে নিয়ে সর্বত্রই চর্চা শুরু হয়েছে। ধৃত রয়েল শেখ কখনো নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতেন, আবার কখনো টাওয়ারের কাজে ভিন রাজ্যে যেতেন। দিনে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা রোজ হিসাবেই ভিন্ন রাজ্যে গিয়ে কাজ করতো সে। পরিবারের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে , বৃদ্ধ বাবামা সকলেই রয়েছে। কিন্তু রয়েল শেখ গ্রেপ্তারের পর থেকেই তালাবন্দি ওই বাড়ি । মুখে কুলুপ এঁটেছে গ্রামের বাসিন্দারাও। বহিরাগত মানুষদের বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা করলেই অচেনা গ্রামের মানুষেরা এসে ঘিরে ধরছে। ফলে রয়েল শেকের বাড়ির সামনে স্থানীয় কিছু মানুষই ভিড়তে দিচ্ছে না বহিরাগতদের । এই গ্রাম থেকেই ঢিল ছাড়া দূরত্ব রয়েছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত। ফলে অপরাধ জগতের পুলিশের খাতায় ওই গ্রামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে।

পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, একসময় গঙ্গা নারায়ণপুর গ্রামকে বোমাবাজির, সংঘর্ষ খুনের ঘটনা হামেশাই ঘটতো। কিন্তু বাম জামানার অবসান হওয়ার পর ধীরে ধীরে সেই গ্রামে অনেকটাই শান্তি ফিরেছে। কিন্তু পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, এই গ্রামের অনেকেই এখনো বড় ধরনের মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত । যার প্রমাণ রয়েল শেখ। যার বাড়ি থেকেই নগদ ৩৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। ভিন্ন রাজ্যে দিনমজুরি কাজের নাম করেই রয়েল শেখ মাদক পাচারের বড় একটি কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলেই প্রাথমিক পদ্ধতিতে জানতে পেরেছে পুলিশ এবং গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তারা।

এসটিএফ সূত্রে খবর, এই বিপুল পরিমাণে অর্থের সাথে সরাসরি যোগ রয়েছে মাদক কারবারের। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে কালিয়াচক থানার মোজামপুর থেকে হেরোইন সহ রয়েল শেখ নামে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে সিআইডি।

এসটিএফ সূত্রে খবর, এই বিপুল পরিমাণ অর্থ রয়েল শেখের। রয়েল শেখের স্ত্রী ফতেমা বিবিকে এই মামলায় মূল অভিযুক্ত করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, চলতি বছর ৪ সেপ্টেম্বর গাজোল থানা এলাকায় জয়প্রকাশ সাহার বাড়ি থেকে ১কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। অভিযোগ উঠে আসে সেই টাকার উৎস বাংলাদেশে ফেনসিডিল, কাফ সিরাপ পাচার।পার্শ্ববর্তী জেলা গঙ্গারামপুরের এক ব্যবসায়ী ফেনসিডিল পাচারের অভিযোগে সিআইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়। সেই সূত্র ধরেই গাজোলে টাকা উদ্ধার হয়। ঠিক তারপরেই আবার টাকা উদ্ধার। এবার কালিয়াচকের নারায়নপুর এলাকা। যদিও এই অভিযানের জন্য এসটিএফ কে ধন্যবাদ জানিয়েছে জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র শুভময় বসু।

কলা উৎসবে প্রথম ইটাহার হাইস্কুল

ইটাহার, উত্তর দিনাজপুরঃ উত্তর দিনাজপুর জেলায় কলা উৎসবে প্রথম স্থান অধিকার করল ইটাহার হাইস্কুল। রবিবার রায়গঞ্জে আয়োজিত হয় কলা উৎসব। এতে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা অংশ নেয়। ইটাহার হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা জেলায় প্রথম হয়। তাদের দেওয়া হয় ট্রফি ও শংসাপত্র। এই সাফল্যে খুশি হাওয়া স্কুলে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত নারায়ণ ধর জানিয়েছেন আগামীদিনে এই কলা উৎসবে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে স্কুলের পড়ুয়ারা।

আগুনে ভস্মিভুত ক্ষতিগ্রস্থদের প্রয়োজনীয় নথী দ্রুত তৈরি করার দাবি জানালো বাম কাউন্সিলরেরা

শিলিগুড়ি ঃ আগুনে ভস্মিভুত ক্ষতিগ্রস্থদের প্রয়োজনীয় নথী দ্রুত তৈরি করার দাবি জানালো বাম কাউন্সিলরেরা। শনিবার রাত্রে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায় পুর সভার ১৮নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষুদিরাম কলোনীর প্রায় ৫৫টি ঘর।শিশু সহ ওই পরিবার গুলো ঘটনার দিন একপ্রকার খোলা আকাশের নিচেই রাত্রি কাটান।পরবর্তীতে বিভিন্ন এনজিও ও সরকারি গত ভাবে তাদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। খাদ্য থেকে মাথার উপর ত্রিপল,সবটাই তুলে দেওয়া হয় তাদের হাতে। তবে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে তাদের কাছে থাকা নানান নথীপত্র।আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড সহ অন্যান্য নথীর পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের স্কুল সার্টিফিকেট, প্রায় সবটাই আগুনে ভস্মিভূত হয়েছে।ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে দ্রুত প্রয়োজেনীয় নথি ফিরে পায়,তার দাবি জানালো শিলিগুড়ি পুরসভার বাম কাউন্সিলারেরা। সোমবার এই দাবি নিয়ে মেয়রের অনুপস্থিতিতে পুরো কমিশনার সোনম ওয়াংদি ভুটিয়ার সঙ্গে দেখাও করেন তারা।বাম কাউন্সিলর নুরুল ইসলাম জানান, দ্রুত প্রয়োজেনীয় নথির পাশাপাশি ক্যাম্পের মাধ্যমে আধার কার্ড তৈরি করার দাবি জানানো হয়েছে পুর কমিশনারকে।

দাঁতাল হাতির মুখে পড়ে দুই মহিলার মৃত্যু জখম এক মহিলা

শিলিগুড়িঃ শিলিগুড়ি মহকুমার বাগডোগরা জঙ্গলে সোমবার দুপুরে ঘাস কাটতে গিয়ে এক দাঁতাল হাতির মুখে পড়ে দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে । ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে বাগডোগরার সেন্ট্রাল বস্তি এলাকায়। জানা গিয়েছে এদিন ৫-৬জন মহিলা বাড়ির গবাদি পশুদের খাবারের সন্ধানে ঘাস কাটতে জঙ্গলে ঢুকে। জঙ্গলে ঘাস কাটার সময় দাঁতাল হাতির মুখে পড়ে ২জনের ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় একজনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে বাঁচেন ২জন। মৃতদের নাম সাবিত্রী সুব্বা (৪৮) ও দেবী তামাং (৫৫) এবং আহত গীতা সুব্বা (৪৫)। গোটা ঘটনাঞ্চল বাগডোগরা বনদপ্তর ও বাগডোগরা পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান দফতরের উদ্যোগে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়ুদূষন রোধে একটি সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হল

রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুরঃ রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান দফতরের উদ্যোগে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়ুদূষন রোধে একটি সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হল। এদিন মুখোশ ও পুতুল নাচের মাধ্যমে পড়ুয়াদের এ বিষয়ে সচেতন করা হয়। বায়ু দূষন ক্রমাগত বাড়তে থাকলে পরিবেশে তার কতটা ক্ষতিকর প্রভাব পরবে তা তুলে ধরা হয় সকলের সামনে। বিশ্বায়নের যুগে জন বিস্ফোরনের সাথে তাল মিলিয়ে ক্রমাগত কলকারখানা ও যান বাহনের সংখ্যা বাড়ছে। আর এর থেকে নির্গত ধোঁয়ায় ঢাকছে আকাশ। তাতে দূষিত হচ্ছে বায়ু। গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে এই দূষনের মাত্রা অনেকটাই বেশী। আর এর জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমগ্র জীবজগত। একটা সময় দূষনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ ছাপিয়ে গেলে ধ্বংস হতে পারে গোটা জীবজগৎ। সেদিকে তাকিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান দফতরের পক্ষ থেকে জেলায় জেলায় বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে বায়ুদূষন রোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহন করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দফতরের উদ্যোগে রায়গঞ্জ পৌরসভার আবেদনে সাড়া দিয়ে সোমবার রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে এন সি সি বিভাগের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হল সচেতনতা মূলক কর্মশালা। যেখানে মুখোশ ও পুতুল নাচের মাধ্যমে পড়ুয়াদের সচেতন করা হয়। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের এন সি সি বিভাগের প্রধান দেবজয় ভট্টাচার্য বলেন, বায়ু দূষনের জেরে জীব বৈচিত্র ও বাস্তুতন্ত্রে প্রভাব পরছে। এমনটা চলতে থাকলে প্রকৃতির নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ বিঘ্নিত। তাই বৃক্ষ রোপন, ধূয়াহীন চুলা ব্যবহার, বদ্ধ জায়গায় বা শিশুদের সামনে দূমপান না করা, স্বল্প দূরত্বে গাড়ির পরিবর্তে সাইকেল ব্যবহার এসব একাধিক বিষয়ে সকলকে সচেতন করা হয়। এই ধরনের কর্মসূচির পরিচালনা করে খুশী এনসিসির সদস্যরা। এই সব সচেতনতার বিষয়গুলি মেনে চললে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকবে বলে জানান তারা। অন্যদিকে এ বিষয়ে সকলকে সচেতন করেন পুচুল নাচ সংস্থার প্রতিনিধি দিলীপ মন্ডল। তিনি বলেন এই কর্মশালায় অংশগ্রহনকারি পড়ুয়ারা এ বিষয়ে অন্যান্যদের সচেতন করবে। এভাবেই উদ্দেশ্য সফল হবে বলে আশাবাদী দিলীপ বাবু।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় বিশেষ বৈঠক উপলক্ষে রায়গঞ্জে এলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য

রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুরঃ রবিবার উত্তর দিনাজপুর জেলায় বিশেষ বৈঠক উপলক্ষে রায়গঞ্জে এলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য। এদিন রায়গঞ্জের মিরুয়ালে অবস্থিত বিএসএফ ক্যাম্পে হেলিকপ্টারে চেপে আসেন ডিজি। সেখান থেকে তিনি সোজা চলে আসেন কর্ণজোড়ায় অবস্থিত রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপারের দপ্তরে। সেখানে অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে রিভিউ মিটিং সারেন তিনি। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে এই মিটিং চলে। এরপর রাজ্য পুলিশের সর্বময় কর্তা পরবর্তী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য ইসলামপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

শত চেষ্টা করেও হল না প্রাণ রক্ষা। ১০ দিন ধরে চলা লড়াইয়ে পড়ল ইতি।

সোমবার সকালে মৃত্যু হল পুলিশি লকআপে আত্মহত্যার চেষ্টা করা যুবকের মৃত্যু হল

শিলিগুড়ি ঃ শত চেষ্টা করেও হল না প্রাণ রক্ষা। ১০ দিন ধরে চলা লড়াইয়ে পড়ল ইতি। সোমবার সকালে মৃত্যু হল পুলিশি লকআপে আত্মহত্যার চেষ্টা করা যুবকের মৃত্যু হল। মৃত যুবকের নাম অর্পণ শঙ্কর। সে দার্জিলিঙের বাসিন্দা হলেও শিলিগুড়ির গুরুং বস্তি এলাকায় থাকত বলেই খবর প্রাথমিকভাবে। এদিকে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় প্রশ্নের মুখে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই ওই ঘটনায় পুলিশি গাফিলতির অভিযোগে প্রধাননগর থানার চার পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন খোদ পুলিশ কমিশনার। যুবকের মৃত্যুর পর এবার সরাসরি আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে মন্তব্য কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদীর। চলতি মাসে প্রধাননগর থানার পুলিশ ওই যুবককে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, চুরির ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। গত ১১নভেম্বর ভোরে ওই যুবক লকআপেই নিজের কোমরের কার (মাদুলি পড়ার জন্য ব্যবহৃত মোটা সুতো) জড়িয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলেই খবর। বিষয়টি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি ওই যুবককে প্রথমে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল পরে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। এতদিন সেখানেই চলছিল চিকিৎসা। যদিও শেষ রক্ষা হল না। এদিন তার মৃত্যু হয়। পুলিশ কমিশনার বলেন, 'চিকিৎসাধীন অবস্থায় এদিন ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।'

যখনই নির্বাচন আসে।তখনই বিজেপি কিছু মানুষকে হাতে নিয়ে আলাদা রাজ্য এবং কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চলের দাবি তোলে

শিলিগুড়ি ঃ যারা উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন দেখতে পারছেন না, তাদের চোখে রাতে ঘুমনোর আগে হারপিক দিতে হবে।শিলিগুড়িতে তৃণমূলের পদযাত্রায় যোগ দিতে এসে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা বলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ।রাজ্য ভাগের বিরুদ্ধে শিলিগুড়িতে একটি বিশাল পদযাত্রার আয়োজন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।পদযাত্রা শুরু হওয়ার আগে মাল্লাগুড়ির একটি হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়।এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'কিছু মানুষের উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন চোখে পড়ছে না।প্রথমে মনে হয়েছিল এইসব মানুষদের চোখের ছানির অপারেশন করা দরকার।তবে এখন মনে হচ্ছে উন্নয়ন যারা দেখতে পাচ্ছেন না সেইসব মানুষদের রাতে ঘুমনোর আগে চোখে হারপিক দিতে হবে।এরপরই তারা উন্নয়ন দেখতে পাবেন'।

তিনি আরও বলেন, যখনই নির্বাচন আসে।তখনই বিজেপি কিছু মানুষকে হাতে নিয়ে আলাদা রাজ্য এবং কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চলের দাবি তোলে।তবে তৃণমূল কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে।বাংলা ভাগ হবে না।আজকের মিছিল বাংলা ভাগের চক্রান্তের বিরুদ্ধে।

নাকা চেকিং পয়েন্টের দ্বারউদঘাটন করলেন মালদা জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার

চাঁচল ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বাংলা বিহার সীমান্তে অপরাধমূলক কাজকর্ম আটকাতে সক্রিয় পুলিশ। সোমবার দুপুরে মালদহের চাঁচল পুলিশের পক্ষ থেকে চাঁচলের স্বরূপগঞ্জ বাংলা বিহার সীমান্ত এলাকায় ফিতে কেটে নাকা চেকিং পয়েন্টের দ্বারউদঘাটন করলেন মালদা জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন, চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভেন্দু মন্ডল, মালদা জেলা ট্রাফিক ডিএসপি বিপুল কুমার ব্যানার্জী, চাচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুমার কুন্ডু ,বিহার রাজ্যের আবাদপুর থানার আইসি ইজাহার আলম সহ অন্যান্যরা।

উল্লেখ্য, বাংলা বিহার সীমান্তবর্তী চাঁচল থানার স্বরুপগঞ্জ এলাকা কে দুস্কৃতীদের করিডর হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে বলে সূত্র খবর। এই সীমান্তবর্তী এলাকায় দিয়ে দুস্কৃতীদের প্রবেশে নানান অপরাধমূলক ঘটনা ক্রমশই ঘটেই চলেছে। আগ্নেয়াস্ত্র থেকে শুরু করে ডাকাতি, চুরি,ছিনতাই দিনকে দিন বেড়েই চলছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রুখতে তৎপর হলো মালদা জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। চাঁচল থানার পক্ষ থেকে বাংলা বিহার সীমান্তের স্বরূপগঞ্জ ব্রিজের সামনে নাকা চেকিং পয়েঃট বসানো হলো। ২৪ ঘঃটা পুলিশি নজরদারিতে থাকবে দুই রাজ্যের এই সীমান্তবর্তী এলাকা। এইদিন সেই নাকা চেকিং পয়েঃটের উদ্বোধন করলেন মালদা জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বরুপগঞ্জ ব্রিজ থেকে শুরু করে বিহার রাজ্যের আবাদপুর থানা পর্যন্ত পুরো রাস্তাটি সিসিটিভি ক্যামেরার ঘরাটোপে মুড়ে ফেলা হলো। দুস্কৃতী দৌরাত্ম্য ও অপরাধমূলক কর্মকান্ড আটকাতে পুলিশি নজরদারি ও নাকা তল্লাশির চলবে সর্বক্ষণ। এই দিন নাকা চেকিং পয়েঃটের উদ্ভোধনের পাশপাশি চাঁচল থানা ও পুলিশ ফাঁড়ির যৌথ উদ্যোগে কেন কল্যাণমূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়। এদিন খরবা পুলিশ ফাঁড়িতে রক্তদান বস্ত্রদান ও চক্ষু পরীক্ষার শিবিরের আযোজন করা হয়। সুবীর উপস্থিত হন মালদা জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব ,মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন সহ অন্যান্যরা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গা, অমিত শাহ বললেন 'উচিত শিক্ষা', বিরোধীদের সমালোচনা

গুজরাট ঃ ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গাকে 'উচিত শিক্ষা' বলায় তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বক্তব্য রাখার সময়ে শুক্রবার হিন্দুত্ববাদী বিজেপির সিনিয়র নেতা ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এ সম্পর্কিত মন্তব্য করেন।

রাজ্যে সমাজবিরোধীদের বাড়বাড়ন্তের পিছনে কংগ্রেস দলের ভূমিকার সমালোচনা করে অমিত শাহ বলেন, '১৯৯৫ সালের আগে রাজ্যে প্রায়শই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতো। রাজ্যের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণির লোকেদের মধ্যে ঝামেলা বাধিয়ে দেওয়াই ছিল কংগ্রেসের লক্ষ্য।' তিনি বলেন, '২০০২ সালে 'ওদের' উচিত শিক্ষা দেওয়ায় রাজ্যে পাকাপাকি ভাবে শান্তি এসেছে।'

অমিত শাহের কথায় 'যারা রাজ্যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ছড়াত, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করায় রাজ্যে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে।' অমিত শাহ বলেন, 'কংগ্রেস যখন গুজরাটে ক্ষমতায় ছিল, তখন ইজ্জু শেখ, পীরজাদা এবং লতিফের মতো 'দাদা' থাকতেন, কিন্তু আজ গুজরাটের গ্রামে যদি একজন দাদা থেকে থাকেন তবে তিনি হলেন 'হনুমান দাদা'। আর কেউই না।'

তিনি বলেন, এখানে অনেক দাঙ্গা দেখেছি। ২০০২ সালে, যারা সহিংসতার সাহস দেখিয়েছিল, তাদেরকে এমন শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, তাদেরকে বেছে বেছে সোজা করা হয়েছিল। তাদের জেলে পোরার পর ২২ বছর হয়ে গেছে, কোথাও কারফিউ জারি করতে হয়নি।

এ প্রসঙ্গে শনিবার পশ্চিমবঙ্গের 'বন্দি মুক্তি কমিটি'র সাধারণ সম্পাদক ছোটন দাস বলেন, 'এটা একদিক থেকে ভালো হল, আমরা এতদিন বলছিলাম, এরা হিটলারের অনুচর, হিটলারের অনুগামী। এবার অমিত শাহ তাদের ভূমিকা স্পষ্ট করলেন। তবে এটাও মাথায় রাখতে হবে হিটলারের যে পরিণতি হয়েছিল, সারা পৃথিবীর গণতন্ত্রকামী মানুষরা হিটলার, মুসোলিনিকে যে পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল সেই পরিণতি এদেরও হবে। ভারতবর্ষ কখনোই ফ্যাসিস্টদের প্রশ্রয় দেবে না, যদিও সাময়িক তারা স্বপ্ন দেখছে।'

ওই ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন তৃণমূল নেত্রী মহুয়া মৈত্র এমপি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কটাক্ষ করে বলেন, ২০০২ সালে ওদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। গুজরাটে চিরস্থায়ী শান্তি (এসেছে)।' ইনি হলেন, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আরব দেশের সমস্ত সুরভি তার নাতিক্ষুদ্র হাতটিকে সুগন্ধ দিতে পারবে না।

ভারতের মজলিশ ইত্তেহাদুল মুসলেমিন (মিম) প্রধান ব্যারিস্টার আসাদউদ্দিন ওয়াইসি এমপি বলেছেন, 'আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলতে চাই, ২০০২ সালে আপনি যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা ছিল বিলকিসের ধর্ষকদের আপনি মুক্তি দেবেন, আপনি বিলকিসের তিন বছরের মেয়ের খুনিদের মুক্তি দেবেন, এহসান জাফরিকে হত্যা করা হবে, আপনার কোন শিক্ষা আমরা স্মরণে রাখব?'

২০০২ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় থাকাকালীন ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল গুজরাটে। বিরোধীদের দাবি ছিল, প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে হওয়া ওই দাঙ্গায় পরিকল্পিতভাবে নিশানা করা হয়েছিল মুসলিমদের। নির্বাচনী প্রচারে নেমে সেই দাঙ্গার ঘটনাকে 'সমাজবিরোধী দমন' বলে ব্যাখা করেছেন অমিত শাহ। ওই বিষয়ে শনিবার সিপিএমের মুখপত্র 'গনশক্তি'তে বলা হয়েছে, '১৯৯৫ সালে গুজরাটে কংগ্রেস ক্ষমতা হারিয়েছিল। এরপর ২৭ বছর ধরে এই রাজ্যে চলেছে বিজেপি শাসন। কংগ্রেসের সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ৭ বছর বাদেই এও একতরফা গণহত্যা ঘটিয়েছিল বিজেপি, আরএসএস সহ সঙ্ঘ পরিবারের অন্যান্য সংগঠনগুলো। তারপরেও কংগ্রেসকে দায়ী করার মানে কী? এমনই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। ২০০২ সালে গোধরা স্টেশনে সবরমতী একপ্রেসে অগ্নিকাণ্ডে নিহত হয়েছিলেন ৫৯ জন করসেবক। এরপরেই গুজরাটজুড়ে সরকারি মদদে পরিকল্পিতভাবে গণহত্যা চালানো হয়েছিল। বেছে বেছে নিরীহ মুসলিম নাগরিকদের ওপর চালানো হয়েছিল বর্বর অত্যাচার। লাগামহীন খুন, ধর্ষণ, দল বেঁধে ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ থেকে লুটপাঠসহ মুলিমদের ওপর কোনো অপরাধই সেসময়ে বাদ রাখেনি হিন্দুত্ববাদীরা। সরকারি হিসাব অনুযায়ী। গুজরাটের গণহত্যায় নিহত হয়েছিলেন ১০৪৪ জন। বেসরকারি মতে আরও বেশি। নিহতদের মধ্যে বড় সংখ্যায় ছিলেন শিশুরা ও মহিলা।'

গুজরাট বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার আগে বিলকিস বানো ধর্ষণে দায়ী অপরাধীদের জেল থেকে ছাড়িয়ে এনেছে বিজেপি। কেন্দ্র এবং রাজ্য, বিজেপি'র দুই সরকারই এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ। আদালতেই এদের অপরাধ চিহ্নিত হয়েছিল, শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যে ফেরার পর ফুলমালা দিয়ে সম্বর্ধনাও দেওয়া হয়েছে তাদের। অপরাধীদের প্রশংসা করেছিলেন চন্দ্রসিন রাউলজী, তাকে ফের প্রার্থী করেছে বিজেপি। গুজরাট গণহত্যার আরেকটি ভয়ঙ্কর ঘটনা নারোদা পাটিয়ায় অভিযুক্ত মনোজ কুকরানির মেয়েকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। প্রচার করছেন জামিনে মুক্ত মনোজ কুকরানি নিজে।

১৮২ আসন সমন্বিত গুজরাটে আগামী ১ ও ৫ ডিসেম্বর রাজ্যটিতে দুই পর্বে ভোটগ্রহণ করা হবে। ফল ঘোষণা হবে ৮ ডিসেম্বর।

সিএএ আটকে দেখান, মতুয়ামহল থেকে তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা ঃ সিএএ ইস্যুতে তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার ঠাকুরনগরের বিজেপির সমাবেশ থেকে তিনি বলেন, সিএএর দাবি বারবার করেছি। কিন্তু সিএএ লাগু করা যায়নি বাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরোধিতায়। কিন্তু মোদীজি যখন কথা দিয়েছেন, তখন সিএএ হবেই। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের আগে মতুয়া ভোট ধরে রাখতে প্রচ্ছন্ন বার্তা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী এদিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে জানান, দম থাকলে সিএএ আটকে দেখান। সিএএ হবেই। কেউ সিএএ আটকাতে পারবে না। ১৯৭১ সালের পর যে সমস্ত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি, শিখ ও খ্রিস্টানরা যাঁরা অত্যাচারিত হয়ে এ দেশে এসেছেন তাঁদের নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে। মতুয়ারাও নাগরিকত্ব পাবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী কথা দিয়েছিলেন, ২০১৯ সালে ক্ষমতায় এলে ৩৭০ ধারা উচ্ছেদ করবেন কাশ্মীর থেকে, তা করে দেখিয়েছেন। কথা দিয়েছিলেন সিএএ হবে। তেমনই

সিএএ হবে। কিন্তু সিএএ এখনও লাগু হয়নি। কিন্তু আমরা গর্বিত গুজরাতের কিছু জেলায় সিএএ লাগু হয়েছে। যেমন কথা তেমন কাজ করে দেখিয়েছেন মোদীজি। এবার বাংলাতেও সিএে লাগু করা হবে। শুভেন্দু অধিকারী এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে চ্যালেঞ্জে ছোড়েন। কান খুলে ভালো করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুনে নিন, সিএএ কার্যকর হবে। সিএএ বিরোধী মিছিল করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিএএ বিরোধিতার নাম উসকানি দেওয়া হয়েছে, হেনস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু সেসব করে কোনও লাভ হবে না। সিএএ লাগু করা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, সিএএতে কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার কথা নেই। কারও নাগরিকত্ব কাড়া হবে না। সিএএ করে ১৯৭১ র পরে এ দেশে আসা অত্যাচারিত ৬ ধর্মীয় মানুষকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে। সেইসঙ্গে তিনি জানান, এ দেশকে বাঁচাতে হবে। জন্মনিয়ন্ত্রণ করত হবে। কোনওরকম ভেদাভেদ প্রধানমন্ত্রী করেন না। করবেনও না। তিনি কথা দিয়েছেন সিএএ হবে, সিএএ হবেই। তৃণমূল পাল্টা জানিয়েছে, সিএএর নামে ধাপ্পাবাজি দিচ্ছে বিজেপি। প্রত্যেকবার নির্বাচন এলেই এই ধাপ্পাবাজি শুরু হয়। মানুষকে ভুল বোঝায়, এবারও তারা মতুয়া ভোটের জন্য সিএএ তাস খেলতে শুরু করেছে। কিন্তু মানুষ এত বোকা নয় যে, আবারও ভুল বুঝবে। সময় এলেই বিজেপি এর জবাব পেয়ে যাবে। মতুয়ারা আর বিজেপির কথা মানবে না। তাদের ফাঁদে পা দেবেন না।

মা লক্ষ্মীর বিশেষ কৃপা পেতে মেনে চলুন এই টিপসগুলি, ঘরে জীবনে আসবে সাফল্যও

রাঁচি ঃ প্রতিটি মানুষই জীবনে মা লক্ষ্মীর বিশেষ কৃপা পেতে চান সবাই পান সবাই পান না। এমন অনেক পরিবার রয়েছেন যারা মা লক্ষ্মীর কৃপা পান না। সেই পরিবার থেকে মা লক্ষ্মী বিদায় নেন। তার প্রকোপ পরে পরিবারের সকল সদস্যদের ওপর। তাদের আর্থিক দিক খুব দুর্বল হয় এবং তাদের সংসারে অশান্তি লেগে থাকে। জ্যোতিষশাস্ত্রে এমন অনেক প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে যেগুলি মেনে চললে মা লক্ষ্মী আপনার ঘরেই থাকবে এবং জীবনে সাফল্য আসবে। বলা হয় মেয়েদের চুল ধোয়া, শ্যাম্পু করার সঙ্গে মা লক্ষ্মীর একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তাই জ্যোতিষশাস্ত্রে কোন দিন শ্যাম্পু করলে শুভ,দেখুন। এটি যদি আপনি মেনে চলেন তাহলে মা লক্ষ্মী আপনার ওপর বিশেষ কৃপা করবেন এবং জীবনে খুশিও হবেন আপনি। এটি করলে মা লক্ষ্মী খুব খুশি হবেন জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা হয় মহিলাদের শুক্রবার করে মাথায় শ্যাম্পু করে স্নান করা উচিত কারণ শুক্রবার দিন মা লক্ষ্মীর দিন। এই দিন মহিলারা তাদের চুল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন। এদিন আপনি চুলে যদি শ্যাম্পু করেন তাহলে মা লক্ষ্মী খুব খুশি হন এবং আপনার ওপর বিশেষ কৃপা করবেন। যদি আপনি পুত্র সন্তানের মা হন তাহলে মা লক্ষ্মী আপনার পুত্র সন্তানের মনের ইচ্ছা পূরণ করবেন। যদি আপনি প্রতি শুক্রবার চুল কেটে তারপর শ্যাম্পু করেন তাহলে খুব খুশি হন মা লক্ষ্মী। বুধবার চুলে শ্যাম্পু করবেন না জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা হয়, অবিবাহিত মেয়েরা কখনোই বুধবার দিন চুলে শ্যাম্পু করবেন না। যেসব মেয়েদের ছোট ভাই রয়েছে কখনোই তারা বুধবার চুলে শ্যাম্পু করবেন না, কারণ এতে তাদের ভাইদের শারীরিক ক্ষতি হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে মনে করা হয় বুধবার যারা চুলে শ্যাম্পু করেন তাদের জীবনে ভোগান্তির শেষ থাকে না। তারা সবসময়ই অশান্তির সম্মুখীন হন। কোনও কাজে তারা জীবনে সাফল্য লাভ করেন না। আর্থিক দিকে তাদের অবনতি হয় এবং সেই পরিবারের মা লক্ষ্মী বিরাজ করেন না। এদিন চুলে শ্যাম্পু করবেন না আমরা প্রায় সব সময় সবাই কোন শুভ উৎসবে বা অনুষ্ঠানের আগে চুলে শ্যাম্পু করি বা চুল কেটে ধুয়ে ফেলি। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা হয় পূর্ণিমা, একাদশী এবং অমাবস্যার দিন কখনোই চুলে শ্যাম্পু করবেন না। আপনি তিথি , নক্ষত্র মেনে যদি চুলে শ্যাম্পু করেন তাহলে আপনার জীবনে সাফল্য নিশ্চিত। এতে মা লক্ষ্মীর বিশেষ কৃপাও আপনি পাবেন। উপবাস করলে চুলে শ্যাম্পু করবেন না জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা হয় যদি আপনি কখনোও উপবাস করেন তাহলে সেদিন কখনোই চলে শ্যাম্পু করবেন না। যদি আপনি উপবাস করার আগের দিন চুলে শ্যাম্পু করেন তাহলে তা শুভ বলে মনে করা হয়। উপবাস যেদিন করবেন সেদিন আপনার চুলে কাঁচা দুধ লাগিয়ে স্নান করুন। তাহলে আপনার জীবনে সাফল্য আসবে। এটি মানলে মা লক্ষ্মী ও শনিদেব খুশি হন জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা হয়, মহিলারা ছাড়াও পুরুষরা বৃহস্পতিবার চুলে শ্যাম্পু করবেন না। এতে আপনার অর্থনৈতিক দিকে খারাপ প্রভাব পড়বে। আপনি জীবনে সাফল্য পাবেন না। সেই সঙ্গে শনিবার শনিদেবের প্রিয় দিন। তাই এই দিন কখনোই চুলে তেল দেবেন না বা চুলে শ্যাম্পু করবেন না। এতে শনিদেব এবং মা লক্ষ্মী দুজনেই খুব রেগে যান।

বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী 'বাংলার কলঙ্ক' ঃ কুণাল

কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির রাজ্য কোর কমিটির সদস্য মিঠুন চক্রবর্তীকে 'বাংলার কলঙ্ক' বলে মন্তব্য করলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি শনিবার বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তীর তীব্র সমালোচনা ও কটাক্ষ করেন।

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী বাংলার গর্ব। কিন্তু নেতা মিঠুন চক্রবর্তী বিশ্বাসঘাতক, দলবদলু মিঠুন চক্রবর্তী বাংলার কলঙ্ক।' অভিনেতা ও বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে শনিবার বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে বলেন, 'রাজ্যে যেদিন বিজেপি সরকার আসবে এত বিনিয়োগের বন্যা বইবে যে চোখে দেখে ভাববেন যে এটা সত্যি, না স্বপ্ন!' এরপরেই ওই ইস্যুতে রাজনৈতিক মহলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

শনিবার তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'মিঠুন দাকে শিখিয়ে পড়িয়ে চিত্রনাট্য দিয়ে কিছু কথা বলতে বিজেপি পাঠিয়েছে। কিন্তু সামনে যে বিধানসভা ভোট নয়, বিধানসভা ভোট হয়ে গেছে, এবং মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়য়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠন করেছে। সামনে যেটা আসছে পঞ্চায়েত ভোট এই অআকখ গুলোও শেখাতে ওরা ভুলে গেছে। পঞ্চায়েত আলাদা, বিধানসভা আলাদা, লোকসভা আলাদা। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তারা যেভাবে সারা দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের সর্বনাশ করেছে, বেচে দিয়েছে, এয়ার ইন্ডিয়াটাও বেচে দিল! মিঠুন দা যাতায়াত করে, জানে তো এসব।'

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, 'উনি তো তৃণমূলের এমপি ছিলেন, তখন এসব কথা বলতেন। এখন বিজেপির নেতা হয়েছেন এখনও এসব কথা বলছেন। তখন ওর কথার কী মূল্য ছিল, আর এখন ওই কথার কী মূল্য আছে আমি জানি না। মিঠুন চক্রবর্তীর কথা গুরুত্বসহকারে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। বিজেপিশাসিত ত্রিপুরায় মনে হয় একেবারে বিনিয়োগের বন্যা বয়ে যাচ্ছে! কিংবা অসমে বা বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলোতে।'

রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী এমপি বলেছেন, 'বিজেপি যেসব রাজ্যে ক্ষমতায় আছে সেখানে কী জোয়ার আছে, না ভাঁটা আছে শিল্পে বিনিয়োগে? সিনেমার ডায়ালগ দিতে দিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, কী আর করা যাবে।'

শনিবার বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের একটি বেসরকারি হোটেলে দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে পাশে নিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে বিনিয়োগের বন্যা আসবে বলে মন্তব্য করেন মিঠুন চক্রবর্তী।

মমতাকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করে ছাড়ব, মতুয়ামহল থেকে তৃণমূলকে উৎখাতের ডাক শুভেন্দুর

কলকাতা ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যারের সৌজন্যের ডাকে সাড়া দিয়ে ২৪ ঘণ্টা আগেই সাক্ষাৎ করে এসেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি সেই সাক্ষাতে নমস্কার প্রতি নমস্কারও জানিয়েছেন। সৌজন্য ও শালীনতা রক্ষা করেছেন, তা বলে রাজনৈতিকভাবে তাঁকে রেয়াত করছেন না শুভেন্দু। এবার তাই সরাসরি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎখাতের ডাক দিয়ে শুভেন্দু বলেন, গণতান্ত্রিকভাবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করে ছাড়ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধীদের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন। তা বলে আমরা কিন্তু ছেড়ে কথা বলব না। শুভেন্দু বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নন্দীগ্রামে হারিয়েছি, গণতান্ত্রিকভাবে হারিয়ে তাঁকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করব। এই ঠাকুরবাড়িতে দাঁড়িয়ে আমি এ কথা বলে গেলাম। বাংলার মসনদ থেকে তাঁকে সরিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করার লক্ষ্য নিয়েই চলছি আমরা। আমাদের লক্ষ্য রাজ্যের মাটিতে ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠা করা। শনিবার মতুয়াগড় ঠাকুরনগরের একটি পার্টি সমাবেশে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, নন্দীগ্রামের মাটিতে যখন তাঁকে হারাতে পেরেছি, বাংলার মাটি থেকেও তাঁকে উৎখাত করতে পারব, সেই বিশ্বাস আমাদের আছে। এদিন মতুয়া মহলে শুভেন্দু অধিকারী সিএএ ইস্যুতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নেন। শুক্রবার বিধানসভা অধিবেশনের শেষ দিনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের এক কর্মীর বার্তা শুনে আমি শর্ত দিয়েছিলাম, যাবো কিন্তু দুতিনজন বিধায়ককে নিয়ে। তেমনই অগ্নিমিত্রা পাল, অশোক লাহিড়ী, মনোজ টিগ্গাকে নিয়ে শুভেন্দু মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে যান। মাত্র কয়েক মিনিট উভয়ের মধ্যে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়। শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। বিধানসভা অধিবেশনের বেল বেজে যাওয়ায় শুভেন্দুকে চা খাওয়াতে পারেননি। বলেন, অন্য একদিন খাইয়ে দেবো। এই সৌজন্য সাক্ষাৎ নিয়ে বাংলার রাজনীতি সরগরম হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এরই মধ্যে শুভেন্দু মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়কে প্রণাম করেছেন কি না, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়। শুভেন্দুও এর কড়া প্রতিক্রিয়া দেন। তবে মমতাশুভেন্দু সাক্ষাৎ এবং সখ্যতা শুক্রবারই শেষ হয়েছে। কেননা শনিবার ফের শুভেন্দুকে স্বমহিমায় দেখা যায়। শুভেন্দু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেন। বলেন, উনি কিছুদিন আগে বলেছিলেন বাংলার টাকা আটকাতে বিরোধী দলনেতা চিঠি দেন। কাল সেই কথা তিনি গিলেছেন। স্নেহের ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে তিনি বিরোধীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। এরপরই তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে প্রাক্তনে পরিণত করার হুঁশিয়ারি দেন।

কোন রাশির ব্যক্তিরা সকলের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে ভালোবাসেন

রাঁচি ঃ জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা হয় প্রায় প্রত্যেক রাশিচক্রের নিজস্ব কোনোও না কোনোও গুণ থাকে। কারো সঙ্গে কারোর ব্যক্তিগতভাবে মিল থাকে না। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা খুব সহজেই মাথা গরম করে ফেলেন। আবার এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাদের রাগালেও তারা রাগেন না। কেউ বা খুব সুখী আবার কেউ বা খুব অসুখী। এমন অনেক রাশির ব্যক্তিরা রয়েছেন যারা সকলের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে পছন্দ করেন। মেষ রাশি ঃ এই রাশির জাতক জাতিকারা খুব সংবেদনশীল প্রকৃতির ব্যক্তি হন। এরা সব সময় কঠোর পরিশ্রম করে থাকেন। এরা সকলের দ্বারা একদিন শীর্ষে পৌঁছতে পারেন। তবে এরা খুব ভালো প্রকৃতির লোক। এদের কর্তৃত্ব করার অভ্যাস একটু বেশি। সুযোগ পেলেই এরা সকলের উপর প্রভাব খাটাতে চান। বৃষ রাশি ঃ এই রাশির জাতক জাতিকারা খুব শক্তিশালী হন। এদের কথার দ্বারা অনেকেই মুগ্ধ হয়ে যান। এই রাশির জাতক জাতিকারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে জীবনে সাফল্য অর্জন করবেনই করবেন। কারণ এরা প্রচন্ড ভালো বক্তা হন। তবে এই রাশির ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব একটু অন্য ধরনের। তাছাড়াও এরা সকলের উপর কর্তৃত্ব করতে পারলে জীবনে আর কিছু চান না।

কর্কট রাশি ঃ এই রাশির জাতক জাতিকারা খুব ভালো মনের মানুষ হন। এরা খুব কঠোর পরিশ্রম করেন। কাজ করতে এরা কখনো দ্বিধাবোধ করেন না। এরা আর্থিক দিকে খুব উন্নতি লাভ করতে পারেন। এরা খুব সংগ্রামী প্রকৃতির হয়। তবে এদের দ্বারা যে অফিস পরিচালিত হয় সেই অফিসের কর্মচারীদের এরা খুব বিরক্ত করে রাখেন, তার কারণ এদের মধ্যে বস হবার প্রবণতা একটু বেশিই।

সম্পাদকীয়

শীতে পুতিন কি পুরোনো কার্ড খেলতে যাচ্ছেন, কী করবে ইউরোপ

ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধের দশ মাস হতে চলল। সামনে কঠিন শীত মৌসুম। এ সময় ইউক্রেনের মানুষ ভয়াবহ চাপের মধ্যে পড়ে যাবে। কারণ একে তো শীত, সেই সঙ্গে যুদ্ধ, ফুরিয়ে আসবে জীবনধারণের রসদ। সম্প্রতি ইউক্রেনজুড়ে রাশিয়ার হামলাগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোকে লক্ষ্য করে। সেসব হামলায় রাজধানী কিয়েভসহ বেশ কয়েকটি শহরে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। বোমা বিস্ফোরণগুলো এতটাই মারাত্মক ছিল যে, পার্শ্ববর্তী মলদোভার কিছু অংশ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ইউক্রেনের পশ্চিমা মিত্ররা বলছে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শীতকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন। পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন, হিমশীতল আবহাওয়ায় নতুন একটি শরণার্থী সঙ্কট তৈরি হোক, তেমনটিই দেখতে চাইছেন পুতিন। এর মধ্য দিয়ে ইউরোপজুড়ে মূল্যস্ফীতির সময়ে মহাদেশটির ঐক্য ও ইউক্রেনের প্রতি তাদের সমর্থনকে পুনরায় যাচাই করা যাবে। ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ভন দের লিয়েন বুধবার এক বিবৃতিতে বলেন, 'ইউক্রেনে বেসামরিক স্থাপনায় পুতিনের বর্বর ও সন্ত্রাসমূলক হামলার কারণে আসন্ন শীতে ইউক্রেনের মানুষকে বিদ্যুৎহীন হয়ে থাকতে হবে, এমনকি অনেক জায়গায় পানি সরবরাহও থাকবে না।'

এরপর ন্যাটোর বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করে তিনি বলেন, 'ইউক্রেনের প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন সমর্থন অব্যাহত থাকবে, সেটি যত দিন লাগুক।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা রাশিয়াকে যেখানে কাবু করা যায়, সেখানেই আঘাত করার কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যাতে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোয় রাশিয়ার ক্ষমতাকে আরও ভোঁতা করে দেওয়া যায়।' গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে, ১১ মিলিয়নেরও বেশি ইউক্রেনীয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। শরণার্থীদেরও অস্থায়ীভাবে সুরক্ষা প্রকল্প নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসে দেশগুলো। এর মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে চিকিৎসা ও বাসস্থান সুবিধা পান শরণার্থীরা, এমনকি ২০২৪ সাল পর্যন্ত কাজ করার সুবিধাও দেওয়া হয় তাদের। ইউক্রেনের বিজয়কে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হবে, তা নিয়ে সৃষ্ট বিতর্ক নতুন উত্তেজনা তৈরি করতে পারে। এখন জেনেভাভিত্তিক সংস্থা মিক্সড মাইগ্রেশন সেন্টারের ডিরেক্টর ব্রাম ফ্রউস বলছেন, 'এই শীতে আরও বেশি ইউক্রেনীয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে ধেয়ে আসবে। নতুন করে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে ইউরোপের এই ব্লককে।' তিনি আরও বলেন, 'ইউরোপের নাগরিকেরা এবং তাদের সরকারগুলো কীভাবে এই পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া জানাবে তা এখন দেখার বিষয়। তারা সবাই এখন পর্যন্ত ইউক্রেনীয়দের সাদরে গ্রহণ করছে এবং সমর্থন করছে। কিন্তু একই সময়ে ইউরোপও যখন জ্বালানি সঙ্কটের মুখোমুখি হবে সেই সমর্থন কমতে থাকবে। তবে আমি এখনও মনে করি, জ্বালানির বেশি দাম দিয়ে হলেও ইউরোপের মানুষ ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে।' তবে, ইইউ কমিশনের একজন মুখপাত্র অনিত্তা হিপার বলছেন, 'ইউরোপ যে কোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। এ ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউরোপের অন্য দেশগুলোর সঙ্গেও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা আরও বেশি শরণার্থীদের অভ্যর্থনা জানাতে এবং শীতে তাদের সুযোগসুবিধাগুলো নিশ্চিত করার পথে অনেকটা এগিয়েছি।' তবে শুরুতে ইউক্রেনীয় শরণার্থীরা যেভাবে সমাদর পেয়েছিলেন, এখন তেমনটা পাচ্ছেন না। যেমন ৩৪ বছর বয়সী ইউক্রেনীয় ভেরা গ্রুজোভা, যার আশ্রয় এখন ব্রাসেলসে নানা ধরনের প্রশাসনিক জটিলতায় পড়তে হচ্ছে তাঁকে। তিনি বলেন, 'যখন যুদ্ধ শুরু হলো অনেক মানুষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছিল তারা ইউক্রেনীয়দের থাকতে দেবে। ফলে আমাদের অনেকের জন্য তাৎক্ষণাৎ একটি ঠিকানা পাওয়া সহজ হয়েছিল। কিন্তু এখন অনেক পরিবারে বা ঘরে ঠাঁই নেওয়াটা কঠিন হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে। থাকার অসুবিধার কারণে প্রশাসনিকভাবে ঘোষিত সুবিধাগুলো পেতেও কঠিন হয়ে যাচ্ছে।'

পুতিন রুশ শিশুদের যেভাবে যুদ্ধের জন্য তৈরি করছেন

একটা বিষয় মনে হতে পারে, রাশিয়ায় পুতিন সরকার বেশ ভালোমতো তরুণদের সমর্থন হারিয়েছে। সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগের ভয়ে রুশ তরুণেরা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছেন। রাশিয়ার জনমতের প্রতিফলন ঘটে এ রকম কিছু নির্ভরযোগ্য জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে, ইউক্রেনে 'বিশেষ সামরিক অভিযান' নিয়ে সার্বিকভাবে পুতিনের সমর্থন আগের মতো থাকলেও তরুণেরা বয়স্কদের তুলনায় তাতে সমর্থন কমিয়েছেন।

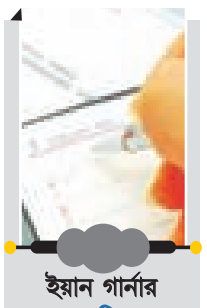

ইয়ান গার্নার
প্রাবন্ধিক

কিন্তু পুতিন সরকার দেশটির কিশোর তরুণদের মতাদর্শিকভাবে নির্মাণের জন্য বেশ কিছু কৌশল নিয়েছে। এর মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অনলাইন থেকে ভিন্নমতাবলম্বীদের মতামত সরিয়ে দেওয়া এবং বিদ্যালয়গুলোতে প্রোপাগান্ডামূলক শিক্ষা দেওয়ার মতো বিষয় রয়েছে।

তবে সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হচ্ছে, কিশোর তরুণদের নিয়ে অসংখ্য গ্রুপ তৈরি করা। রাশিয়ার শিশুদের সামনে চোখধাঁধানো নানা তথ্য, ছবি, ভিডিও পরিবেশন করা হচ্ছে।

এ ধরনের সবচেয়ে বড় গ্রুপ হলো ইয়ুথ আর্মি। ২০১৬ সালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগুইর অধীনে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি সংস্থায় অথবা সামরিক বাহিনীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্যই এই সংস্থার যাত্রা শুরু। ইয়ুথ আর্মিকে সামনে থেকে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁদের কেউ পেশাদার রাজনীতিবিদ কিংবা সৈনিক নন। ২৫ বছর বয়সী জনপ্রিয় জিমন্যাস্টিক অলিম্পিক ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নিকিতা নাগোর্নি এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ক্যারিশম্যাটিক ও সুদর্শন নাগোর্নি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তুমুল জনপ্রিয়। এটিকে কাজে লাগিয়ে নানা ভিডিও ও পোস্টের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রোপাগান্ডা প্রচার করে চলেছেন তিনি।

ইয়ুথ আর্মির মতো প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিনিয়োগ করছে রাশিয়া। গত বছর কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে ইয়ুথ আর্মির জন্য ১৮৫ মিলিয়ন রুবল ভর্তুকি দেওয়া হয়। পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে সংস্থাটি দ্রুত বাড়ছে। প্রায় ১০ লাখ শিশু এখন ইয়ুথ আর্মির সদস্য। ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যালয়পড়ুয়া ২০ শতাংশ শিশুকে এর সদস্য করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইয়ুথ আর্মির ওয়েবসাইট ইউনিফর্ম পরা কার্টুন চরিত্র, যুদ্ধের আদলে তৈরি করা ভিডিও গেমের ক্লিপ, হাসি হাসি মুখের সৈনিকদের ছবিতে সয়লাব হয়ে আছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গ্রুপটির নিউজফিড ও অ্যাপ ব্যবহার করে শিশুরা ভিডিও গেমস খেলতে পারে। যুদ্ধ স্মরণে নির্মিত স্থাপনার সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে সেটা পোস্ট করতে পারে। দেশপ্রেমমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে তাতে পুরস্কার জোটে। এই গ্রুপের অনেক নতুন সদস্য নিকিতা নাগোর্নির হুবহু অনুকরণ করেন। ইয়ুথ আর্মিতে তাদের কর্মকাণ্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে (বিশেষ করে টিকটক) শেয়ার করেন। সরকারিভাবে রাশিয়ায় টিকটক নিষিদ্ধ হলেও দেশটির কিশোর তরুণদের মধ্যে এটি দারুণ জনপ্রিয়।

রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া ইয়ুথ আর্মির সদস্যসংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। এরপর যদি সরকারের তরফ থেকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়, তাহলে রাশিয়ার তরুণেরা বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার বদলে নিজেদের তালিকাভুক্তির জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াবেন। এই গ্রীষ্মে আমি ইয়ুথ আর্মির বেশ কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। প্রত্যেকেই তাঁদের মতের ক্ষেত্রে ছিলেন স্পষ্ট। তাঁরা কেউ মনে করেন না, কর্তৃত্ববাদী শাসকদের চাপিয়ে দেওয়ার চিন্তা থেকে তাঁরা ইয়ুথ আর্মির সদস্য হয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, ইয়ুথ আর্মি দেশপ্রেমমূলক কাজ করে এবং সেটা দেখে নিজ থেকেই তাঁরা এতে যোগ দিয়েছেন। সংস্থাটির আঞ্চলিক একজন নেতা জানিয়েছেন, ২৪ ফেব্রুয়ারির পর থেকে সংস্থাটিতে সদস্য হতে এত আবেদন জমা পড়ছে যে তাঁরা কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। কিন্তু ইয়ুথ আর্মি সাধারণ কোনো সংস্থা নয়। দেশপ্রেমভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও ফাঁকা কোনো আওয়াজ নয়। ইয়ুথ আর্মির সদস্যরা বলছেন, 'মাতৃভূমির জন্য তাঁরা শহীদ হতে চান'। শ্রেণিকক্ষ ও গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ শিবিরে তাঁদের সামরিক কৌশল শেখানো হচ্ছে। রাশিয়ার সংবাদমাধ্যম তাদের সেনা সামর্থ্য নিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে যে গল্প বলছে, তার মূলে রয়েছে ইয়ুথ আর্মি। তারা এমনটাও বলছে, 'ইয়ুথ আর্মির ওপর ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এর একমাত্র কারণ হলো, পশ্চিমারা রাশিয়ার শিশুদের ভয় পায়।'

রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিশুদের মধ্যে মতাদর্শিক প্রচারণা এত নিবিড়ভাবে হচ্ছে যে ছয় বছর বয়সী শিশুও এখন যুদ্ধের ভাষায় কথা বলছে। সবে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ইয়ুথ আর্মির এক শিশু সে কারণেই স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেলের ক্যামেরার সামনে গভীর আত্মবিশ্বাসে বলতে পারছে, 'আমি আমার দেশকে রক্ষা করতে চাই, আমার ভালোবাসা এ দেশটাকে ঘিরেই।'

বেশি বয়সী শিশুরা সত্যি সত্যি এ ধরনের বাস্তবতার মধ্যে বাস করছে। তাদের জন্য সে ধরনের কর্মসূচি রয়েছে। ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণকারী তরুণ সৈন্যদের 'বীরের' মর্যাদা তাঁরা দিচ্ছেন। নাগোর্নি তাঁর ভিডিও ও পোস্টে সৈন্যদের জীবনকে অনন্য আদর্শ হিসেবে তুলে ধরছেন। এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে রাশিয়ার শিশুদের 'সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া, সামরিক কলাকৌশল শেখা ও মাতৃভূমিকে রক্ষা করার' মতো বিষয় শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

ইয়ুথ আর্মি প্রকল্পটি কিশোর তরুণদের রাজনীতিকরণে রাশিয়া সরকার বড় যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে, তারই অংশ। প্রচুর অর্থ ঢেলে, ইন্টারনেট সেলিব্রিটিদের দিয়ে তরুণদের জন্য জমকালো অনুষ্ঠান করে জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির পথ বেছে নিয়েছে পুতিন সরকার।

রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া ইয়ুথ আর্মির সদস্যসংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। এরপর যদি সরকারের তরফ থেকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়, তাহলে রাশিয়ার তরুণেরা বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার বদলে নিজেদের তালিকাভুক্তির জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াবেন।

সাময়িকী

বাইডেন কি আবার, নাকি ডেমোক্র্যাট প্রার্থী নতুন কেউ?

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যদি ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করেন, তাহলে তাঁর বিকল্প কে? মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভয়ানক 'লাল ঝড়'ই শুধু এড়াতে পারেননি, সিনেটে নিয়ন্ত্রণ ধরেও রাখতে পেরেছে। প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকানরা মাত্র সামান্য ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে।

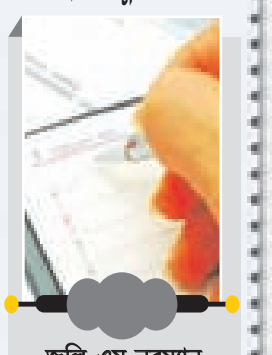

জুলি এম নরম্যান
কলামিস্ট

মূল্যস্ফীতিতে জেরবার ও বাইডেনের গ্রহণযোগ্যতা তলানিতে থাকা সত্ত্বেও ডেমোক্র্যাটকে এই নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার স্পর্ধা দেখিয়েছে। কয়েক দশকের মধ্যে এবারই ক্ষমতাসীন দল মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভালো ফলাফল দেখাতে পেরেছে। বাইডেনের এই জয় ট্রাম্প সমর্থক বড় প্রার্থীদের পরাজয়ের চেয়েও মধুর। এতে করে রক্ষণশীলদের মধ্যে ট্রাম্পের সমালোচনা বড় পরিসরে ছড়িয়ে পড়েছে। এরপরও ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরিকল্পনা করেছেন বাইডেন। আনুষ্ঠানিকভাবে আগামী বছরের ১৫ নভেম্বর এই নির্বাচনের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর বাছাইপ্রক্রিয়া শুরু হবে। কিন্তু বাইডেন কি সেই নির্বাচনে প্রার্থী হবেন কিংবা তাঁর কি উচিত প্রার্থী হওয়া? ২০২৪ সালে বাইডেনের পদত্যাগ করা উচিতএ রকম চাপা গুঞ্জন এখন বেশ ভালোভাবেই ছড়িয়ে পড়েছে। মধ্যবর্তী নির্বাচনের ভোটারদের মধ্যে পরিচালিত জরিপে দেখা যাচ্ছে, দুই তৃতীয়াংশ ভোটার মত দিয়েছেন বাইডেন যেন আবার নির্বাচনে অংশ না নেন। এই ভোটারদের মধ্যে ৪০ শতাংশ ডেমোক্র্যাট সমর্থক। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে বাইডেনের কারণে মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা এতটা ভালো ফল করেনি। বাইডেনের মতো বয়সের বাধা বার্নি স্যান্ডার্সের জন্য বড় সমস্যা। তাঁর বয়স এখন ৮১ বছর। বার্নি স্যান্ডার্স তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী হিসেবে পরিচিত। ট্রাম্পের সমর্থকদের একটা বড় অংশের মাঝেও তাঁর আবেদন ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এমনকি এখন যদি বাইডেনের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়, তারপরও নিজের বয়স তো তিনি বদলাতে পারবেন না। এ মাসেই তিনি ৮০ বছরে পা দিয়েছেন। আমেরিকার ইতিহাসে তিনিই সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট। দ্বিতীয় দফা মেয়াদ যদি তিনি শেষ করতে পারেন, তাহলে তাঁর বয়স হবে ৮৬ বছর। বাইডেন বলছেন, শারীরিকভাবে তিনি দারুণ ফিট আছে। ভোটারদের তাঁর সম্পর্কে ধারণা ভিন্ন। বিশেষ করে হোঁচট খেয়ে ব্যথা পাওয়াসহ কিছু ঘটনায় বাইডেনের ফিটনেস নিয়ে জনমনে সন্দেহ তৈরি হওয়াটা স্বাভাবিক। ২০২৪ সালের নির্বাচনে লড়ার ইঙ্গিত বাইডেন এরই মধ্যে দিয়েছেন। ২০২৩ সালের প্রথম দিকে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত আসবে। দলকে কে নেতৃত্ব দেবে, ডেমোক্র্যাটদের সেই অন্তর্দর্শন আসতে আরও কয়েক মাস লেগে যাবে। বাইডেন যদি তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসেন, তাহলে সরাসরি তাঁকে কেউ চ্যালেঞ্জ জানাবেন, সেটা ভাবা ঠিক হবে না। সে ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা হতে পারে। ডেমোক্র্যাটদের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কারা হতে পারেন?

কমলা হ্যারিস ঃ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কমলা হ্যারিসেরই নিশ্চিতভাবে বাইডেনের উত্তরাধিকারী হওয়া উচিত। একজন সম্মুখসারির প্রার্থী হিসেবে হ্যারিসের নিজের মনোনয়নের বিষয়টি এখন খুব গুরুত্বের সঙ্গে সামনে নিয়ে আসা প্রয়োজন। যদিও হ্যারিসের গ্রহণযোগ্যতার রেটিং এখন বাইডেনের চেয়েও নিচে এবং ডেমোক্র্যাটদের অনেকে মনে করেন, ট্রাম্প কিংবা রন ডিস্যান্টিসের মতো রিপাবলিকান প্রার্থীর বিপরীতে কমলা হ্যারিসের মনোনয়ন হবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। অশ্বেতাঙ্গ নারী হয়ে হোয়াইট হাউসে এলেও প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। ডেমোক্রেটিক পার্টি বৈচিত্র্যের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার মতো আবেদন ও রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতার ঘাটতি কমলার রয়েছে।

পিট বুটিগিগ ঃ হার্ভার্ডের স্নাতক ও ম্যাককিনসের সাবেক উপদেষ্টা পিট বুটিগিগ আট ভাষায় কথা বলতে জানেন। ইন্ডিয়ানার ছোট শহর দক্ষিণ বেন্ডের সাবেক এই মেয়র জাতীয় রাজনীতিতে উঠে আসেন ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণাকালে। বাইডেনের যোগাযোগমন্ত্রী বুটিগিগ।

জানা অজানা

যোগের দ্বারা সব সম্ভব

সুনীল কুমার দে

স্বামীজী বিশ্ব জয় করে দেশে ফেরার পথে এক জার্মান ফিলোসফারের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। একদিন রাতে ডিনার সেরে দুজনে স্টাডি রুমে বসে গল্প গুজব করছিলেন। স্বামীজীর হঠাৎ একটি সাতশো পাতার বইয়ের দিকে নজর পড়ে। কৌতুহল বশত স্বামীজী বইটির সম্পর্কে জানতে চান। স্বামীজীর কথা শুনে ঐ জার্মান ফিলোসফার বলেন ঃ ঐ বইটি জার্মান ভাষায় লেখা, আর আপনিতো জার্মান ভাষা জানেন না,তাই ঐ বইটি আপনার কোনো কাজে লাগবে না। ফিলোসফারের কথা শুনে স্বামীজী এক ঘন্টার জন্য বইটি চাইলেন। স্বামীজীর কথা শুনে ফিলোসফার আবার বললেন ঃ আপনি কি মনে করেন যে,এক ঘন্টার মধ্যে আপনি ঐ বইটি পড়ে ফেলবেন ? ঐ বইটি বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি পড়ছি, বইটি এতোটাই জটিল যে কিছুই বুঝতে পারছি না। আর আপনি যেখানে জার্মান ভাষাই জানেন না, সেখানে ঐ বইটি নেড়ে ঘেঁটে করবেন কি ? স্বামীজী বললেন ঃ দিন না বইটি এক ঘন্টার জন্য, তারপর দেখি কি করা যায় ! অগত্যা ফিলোসফার স্বামীজীর হাতে বইটি দিলেন। স্বামীজী বইটি দুহাতের মধ্যে রেখে চোখ বন্ধ করে সমাধিস্থ হলেন। প্রায় এক ঘন্টা পর ধীরে ধীরে চোখ খুললেন এবং বললেন হয়ে গেছে। এতে তেমন কিছু বিশেষ নেই। স্বামীজীর কথা শুনে এইবার ফিলোসফার বেজায় চটে গেলেন। তিনি রাগের মাথায় বলে বসলেন ঃ এ কি বুজরুকি হচ্ছে নাকি ? আমি একজন জার্মান হয়ে বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে বইটি পড়ে শেষ করতে পারিনি। আর এই বইয়ের জটিল অর্থ বুঝতে আমার অবস্থা কাহিল হয়ে যাচ্ছে, আর আপনি কিনা বলছেন এই বইটির মধ্যে তেমন কিছু নেই ? যেখানে আপনি জার্মান ভাষাটা পর্যন্ত জানেন না। অবশেষে আপনিও একজন বুজরুকি দলের লোক হলেন ! স্বামীজী একটু মৃদু হেসে বললেন ঃ আমার দিক থেকে হয়ে গেছে, আপনার এই বইটি সম্পর্কে কিছু যদি জানার থাকে তবে আপনি জেনে নিতে পারেন। তবে এই বইটিতে বিশেষ কিছু নেই। এইবার স্বামীজীর কথা শুনে জার্মান ফিলোসফার আরো চটে গেলেন, এবং রাগান্বিত হয়ে স্বামীজীর কাছে জানতে চাইলেন ঃ বইটির ৬৩৬ নং পৃষ্ঠায় কি লেখা আছে ? স্বামীজী আবার মৃদু হেসে ৬৩৬ নং পৃষ্ঠার প্রত্যেকটি শব্দ প্রত্যেকটি অক্ষর দাড়ি কমা সমেত বলে দিলেন। শুধু বললেন না পুরোটা ব্যাক্ষা করে বুঝিয়ে দিলেন। স্বামীজীর উত্তর শুনে জার্মান ফিলোসফার অবাক হয়ে গেলেন, এবং কি ভাবে এটা সম্ভব হলো জানতে চাইলেন ! স্বামীজী হেসে বললেন ঃ কেন ,আপনারাই তো আমাকে বিবেকানন্দ বলে ডাকেন। যার বিবেক সম্বন্ধে বোধ আছে, সেই তো বিবেকানন্দ। আমরা ভারতীয় সন্ন্যাসী।যোগ শাস্ত্র আমরা পড়ি তাঁর সম্পর্কে আমরা জানি।যোগের দ্বারা সব কিছু সম্ভব।আর এই বইতো মাত্র সাতশো পাতার।

ভুল না করেও ভুল স্বীকার করতেন স্বামীজী

সুনীল কুমার

বিবেকানন্দের পুরো জীবন টা ছিল একটা প্রেরণা,একটা আদর্শ,একটা শিক্ষার পাঠাগার।ছোট ছোট ঘটনার মাধ্যমে তিনি

মানুষের চোখ খুলে দিয়েছেন।ভুল না করেও তিনি কখনো কখনো নিজের ভুল স্বীকার করতেন,এ জন্যই তিনি দেবতা যিনি মানুষের মনে ও মন্দিরে শ্রদ্ধা,সন্মান ও পুজো পান ।ভারত পরিক্রমা কালে বহু ঘটনা ঘটেছে তাঁর জীবনে যা থেকে আমরা অনেক শিক্ষা পেয়েছি ।একবার স্বামীজি কে কোনো এক নর্তকীর কার্যক্রমে নিমন্ত্রণ করা হয়।স্বামীজি পড়লেন বিপদে।না গেলে সন্মান হানি হয় আবার গেলে সন্ন্যাসীর নিয়ম ভঙ্গ হয়।স্বামীজি অনেক ভেবে চিন্তে গেলেন কিন্তু ভিতরে ঢুকলেন না,বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন।সময় মতো প্রোগ্রাম শুরু হলো।নর্তকী কবীর দাসের একখানা ভজন শুরু করলো, প্রভু মেরে অবগুন চিতো ন ধরো,সমদর্শী নাম তিহারো, ।স্বামীজি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার গান শুনে চমকে উঠলেন।মনের মধ্যে তাঁর আত্মগ্লানি হলো।তিনি মনে মনে ভাবলেন, আমি তো সন্ন্যাসী,আমার আবার ভেদাভেদ কিসের।কে ভালো কে মন্দ আমি বিচার করার কে।ধিক আমার সন্ন্যাস ধর্মে আমি এখনো সমদর্শী হতে পারি নি।আমাকে ঐ মহিলার কাছে ক্ষমা চাওয়া দরকার।নর্তকীর গান শেষ হলে স্বামীজি হল ঘরে প্রবেশ করলেন ও সোজাসুজি তার কাছে গিয়ে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে বললেন, মা,আমায়,ক্ষমা করে দিও।নর্তকী বলে আমি তোমাকে ঘৃনা করেছিলাম।আজ আমি তোমার কাছে সমদর্শী তার শিক্ষা পেলাম।স্বামীজীর কথা শুনে নর্তকী অবাক হয়ে গেল।অপরাধ না করেও যে মানুষ ক্ষমা চায় সেতো মানুষ নয় স্বয়ং দেবতা।নর্তকী স্বামীজীকে প্রণাম করে তাঁর কাছে আশীর্বাদ নিলেন ।ঘটনা টি খুবই সামান্য কিন্তু এর মধ্যে কত গভীর দর্শন লুকিয়ে আছে।স্বামীজীর মনে ভেদাভেদ এর পাপ জেগেছিল তারজন্য তিনি অনুতাপ করলেন ও নর্তকীর কাছে ক্ষমা চাইলেন আর আমরা সমাজে কত বড় বড় পাপ কাজ করছি,অন্যায় করছি,ভুল করছি কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো অনুতাপ ও অনুশোচনা নেই।আমরা খারাপ কাজের জন্য ক্ষমা চাইতে লজ্জা বোধ করি।স্বামীজি এজন্যই মহাপুরুষ ও নর দেবতা।এজন্যই আমরা তাঁকে পুজোর আসনে বসিয়ে পুজো করি।শোনা যায় পরবর্তী কালে সেই নর্তকি তার পুরানো পেশা ছেড়ে দিয়ে স্বামীজীর ভক্ত হয়ে ধার্মিক জীবন যাপন করেছিলো।

পাঠকের চিঠি

আজও যেন ভোলার না আতঙ্কের দিন ২৬শে নভেম্বর

সন্ত্রাসবাদ আধুনিক বিশ্বের জ্বলন্ত সমস্যা। আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে সমস্ত দেশ যেন সচেষ্ট। কোনো দেশের সুখ শান্তি সমৃদ্ধি সেই দেশের এক সুস্থ পরিবেশ বহন করে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ আধুনিক বিশ্বের এক কলঙকময় অধ্যায়। যখন কোনো দেশে জঙ্গি হানা হয় তখন সেইসব আতঙকবাদীদের ভাবনা ও মনের স্তরে কি সাধারণ মানুষের জীবনের কোনো দাম নেই? কোনো দেশ বা রাষ্ট্রকে ধবংস করার এ কোন দায় তারা নিয়েছেন। আর যারা এই জঙ্গিগোষ্ঠীকে মদত দিচ্ছেন তারা কেন এতো অবিবেচক? সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া তাদের কোন রাষ্ট্র ধর্মে পড়ে? একদা এক কবি তাঁহার কবিতায় বলেছিলেন যুদ্ধ মানেই শত্রু শত্রু খেলাযুদ্ধ মানেইআমার প্রতি তোমার অবহেলা। যুদ্ধের বা সন্ত্রাসের বিভীষকা কখনোই শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারনা। সন্ত্রাস বয়ে আনে ক্রোধ,বয়ে আনে হিংসা যা যে কোনো দেশ বা জাতির স্বার্থের বিরোধী। শুধু মাত্র শান্তির বার্তাই দিয়ে পারস্পরিক কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করা যায়। সেই আতঙ্কের ২৬শে নভেম্বর দেশের বাণিজ্যনগরী মুম্বাই এক ভয়াবহ সন্ত্রাসী আক্রমণের মুখে পড়ে আজও সেই আতঙ্কের তারিখটি ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে মুছে যায়নি। ২৬শে নভেম্বর মুম্বাইয়ে তাজ হোটেলে সন্ত্রাসবাদী হামলা গণতন্ত্র ও মানবতার উপরে চরম আঘাত হেনেছিল। সেইদিনে অসংখ্য মানুষের

মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ছিল গোটা দেশ। মৃত্যুর নির্মমতায় সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল এক চরম অভিশাপ। সেইদিন সেই জঙ্গীবাদী আক্রমন হাজার হাজার মানুষকে তাদের প্রিয়জনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো। আজও যেন সেই আতঙ্কের দিন ২৬শে নভেম্বর।

শংকর সাহা, দঃদিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আদালতে ফিরছে নিরাপত্তাহীনতার পুরোনো শঙ্কা

ঢাকা ঃ পুলিশের উপর হামলা করে জঙ্গি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঢাকার যে আদালতে ঘটেছে, কারো কারো মতে এটি এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আইনজীবীর কর্মস্থল। আইনজীবীর সংখ্যায় কেউ কেউ এই আদালতকে আরো এগিয়ে রাখতে চান।

জনবহুল পুরান ঢাকার এই আদালত থেকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই জঙ্গিকে ছিনতাইয়ের ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ ছড়াচ্ছে আইন অঙ্গনের নানা ব্যক্তির মাঝে।

এ বিষয়ে ঢাকা আইনজীবী সমিতির সম্পাদক মো. ফিরোজুর রহমান (মন্টু) বলেন, ''আমাদের কোর্টে নিরাপত্তাহীনতায় আমরা আছি। বিচারকরা আছেন। যারা চিহ্নিত সন্ত্রাসী, তাদের অভয় বিচরণ চলছে কোর্টের বিভিন্ন জায়গায়। নিরাপত্তা বলয় আরেকটু বাড়ানো উচিত এবং সতর্ক হওয়া উচিত।''

আপিল বিভাগের সাবেক বিচারক বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী বলেন, ''সর্বশেষ যে ঘটনাটি ঘটলো, সেটাতো অবশ্যই প্রমাণ করছে যে, নিরাপত্তাহীনতা অবশ্যই রয়েছে।''

এর আগে হোলি আর্টিজানের মামলার রায়ের দিন দণ্ডিত দুই আসামি পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে আদালত অঙ্গনেই মধ্যপ্রাচ্যের জঙ্গি সংগঠন আইএসের চিহ্ন সম্বলিত টুপি পরেছিল। সেটিও তখন ব্যাপক আলোচনায় এসেছিল।

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার উপর সবচেয়ে বড় হামলাগুলো সিরিজ বোমা হামলার বছর ২০০৫ সালে ঘটেছে। সেই বছরের ১৪ নভেম্বর সকালে ঝালকাঠির জেলা জজ আদালতের বিচারকদের বহনকারী মাইক্রোবাসে বোমা হামলায় নিহত হন বিচারক জগন্নাথ পাঁড়ে ও সোহেল আহমেদ।

একই বছরের ২৯ নভেম্বর গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির দুই নম্বর হল রুমে জেএমবির বোমা হামলায় চার আইনজীবীসহ ৯ জন নিহত

হন। আহত হন অর্ধশতাধিক আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থী। একইদিনে চট্টগ্রাম আদালত ভবনে পুলিশের তল্লাশি চৌকির সামনে বোমা হামলা চালায় জেএমবি সদস্যরা। ওই ঘটনায় পুলিশ কনস্টেবল রাজীব বড়ুয়া এবং শাহাবুদ্দিন নামে এক বিচারপ্রার্থীর প্রাণ যায়। আহত হয়আরো প্রায় ১০ ব্যক্তি।

বাংলাদেশে আসামি ছিনতাইয়ের পুরোনো ইতিহাস ঘাঁটলে বের হয়ে আসবে এক সময় দেশজুড়ে পরিচিত ডাকাত মুকিম গাজীর নাম।

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক আবদুন নূর দুলাল বলেন, ''আমাদের এখানে আদালত থেকে অনেক আগে মুকিম গাজী পালিয়েছিল।''

স্মৃতি হাতড়ে মুকিম গাজীর ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''সেইদিন ঢাকার সিএমএম আদালতে যখন মুকিম গাজীকে হাজির করা হয়, তখন ডান্ডাবেড়িও পরেছিলেন তিনি। দুপুরে খাওয়ার সাথে তার কাছে সহযোগীরা পৌঁছে দেয় পিস্তল। সেই পিস্তল দিয়ে ডান্ডাবেড়ি ভেঙে পালান তিনি।''

অবশ্য দ্রুতই তাকে আবারো গ্রেপ্তার করা হয় বলেও জানান দুলাল।

আশির দশক ও নব্বইয়ের দশকের শুরুর এক আলোচিত ডাকাত ছিলেন এই মুকিম গাজী। ১৯৯৩ সালের দিকে গ্রেপ্তার এই আসামির বিভিন্ন মামলায় শতাধিক বছরের জেল হয়। দুইবার কারাগার থেকে পালান তিনি। তবে দুইবারই পরে তিনি ধরা পড়েন। জেল পলাতক আসামি হিসাবে তার মাথায় উঠে লাল টুপি। কাশিমপুর কারাগারে পৃথক সেলে তাকে আলাদা নজরে রাখা শুরু করে কর্তৃপক্ষ।

তবে আসামি পলায়ন বা ছিনতাইয়ের গল্পে সম্ভবত সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে। সেইদিন জঙ্গি সংগঠন জেএমবির তিন নেতাকে নিয়ে পুলিশ যাচ্ছিল ময়মনসিংহে। পথে তাদের উপর হামলা করে জঙ্গিরা। শুরু হয় গোলাগুলি। জঙ্গিদের হাতে প্রাণ হারায় এক পুলিশ সদস্য। তারা ছিনিয়ে নেয় সেই তিন জঙ্গি নেতাকে। যাদের একজন পরে ধরা পড়লেও দুই জন পালিয়ে যায় ভারতে। অবশ্য সেখানে একজন ধরা পড়ে। আরেকজনের খবর এখনো দিতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

তবে সব ঘটনাই যেন ছাপিয়ে গেছে দেশের সবচেয়ে বড় ও জনাকীর্ণ বিচারিক আদালত ঢাকা কোর্টে দুই জঙ্গিকে ছিনতাইয়ের ঘটনা। পুলিশকে স্প্রে মেরে জাগৃতির প্রকাশক ফয়সল আরেফিন দীপন এবং লেখক অভিজিৎ রায় হত্যায় মৃতুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই জঙ্গিকে ছিনিয়ে নেয়া হয়।

আসামি ছিনতাইয়ের এই ঘটনার পর ঢাকার আদালত এবং আসামি আনা নেয়া নিয়ে উঠেছে নানা প্রশ্ন। সরকার এ বিষয়ে রেড এলার্টও জারি করেছে। তবে বিষয়টা এ রকম নয় যে, ২০১৪ সালের পর এবারই প্রথম আসামি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে।

চলতি নভেম্বরের ৬ তারিখে সাতক্ষীরায় পুলিশের উপর হামলা করে আসামি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। যেখানে ৫ পুলিশ আহত হয়। একইদিন গাইবান্ধার দুর্গম চরে সাদা পোশাকে আসামি ধরার পর হামলার শিকার হন পাঁচ পুলিশ সদস্য। ছিনিয়ে নেয়া হয় আসামি।

১৯ নভেম্বর আসামি ছিনতাইয়ের অপর চেষ্টাটি ঘটে চট্টগ্রামে। সেখানে সংঘাতে ৫ পুলিশ আহত এবং এক নারী নিহত হয়। বছরের অন্য সময়গুলোতেই প্রায়ই আসামি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে চলেছে।

সম্প্রতি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত যে দুই জঙ্গিকে আদালত এলাকা থেকে ছিনতাই করা হয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে, ছিনতাইয়ের এই ছক করা হয় কারাগারে বসেই।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শিশির মনির মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের অধিকার নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের একটি রিট করেছেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অনেক আসামির আইনজীবী হিসাবেও তিনি কাজ করেছেন।

আদালতের ভেতরে বাইরে এই আসামিদের অধিকারের সীমানা সম্পর্কে জানতে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক বা একাধিক আসামিকে কনডেম সেল নামে পরিচিত আট ফিট বাই আট ফিট একটা রুমে রাখা হয়।

''এরা সপ্তাহে একবার সরকারিভাবে আত্মীয় স্বজনের সাথে ফোনে কথা বলতে পারে। আইনজীবীর সঙ্গেও কথা বলতে পারে। কোন কোন জায়গায় কনডেম সেলের সামনে একটা বারান্দা আছে, এই বারান্দায় তারা হাঁটতে পারে, সেখানে পরস্পরের সাথে তারা দেখাও করতে পারে।''

''তাদের সাথে তাদের আত্মীয় স্বজন দেখা করতে পারে, আইনে আছে প্রয়োজনমত। এক মাসের মধ্যে একবার দেখা করতে পারবে। সেটা দূরত্ব বজায় রেখে। এ সময় দেখার দূরত্বে একজন কনস্টেবল থাকলেও তিনি আসামি ও স্বজনদের কথা শুনতে পান না।

''আইন অনুযায়ী কনডেম সেলে থাকা আসামিদের অন্য মামলা থাকলে তাদেরকে আনতে আদালতে।''

শিশির বলেন, শুনানির সময়, সাক্ষীর সময়, যুক্তিতর্কের সময় আসামির উপস্থিতি অনিবার্য। যেহেতু এই আসামি রাষ্ট্রের হেফাজতে থাকে, সে জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাকে হাজির করা। এটার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আর কেউ জামিনে থাকলে ব্যক্তিগতভাবে হাজিরা দিতে হয়। যাত্রাপথের নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এটা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়নের দুর্বলতা। আইন অনুযায়ী যেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকার কথা। যে যথাযথ পদ্ধতি মানার কথা, আনা নেয়ার ক্ষেত্রে কিংবা ভেতরে থাকার ক্ষেত্রে। তিনি বলেন, কনডেম সেলে থাকা একজন বন্দি আইন অনুযায়ী সপ্তাহে একবার (পরিবারের সাথে) যোগাযোগ করবে। এর বাইরে যোগাযোগ করতে যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয় এগুলো সে কোথায় পায়, কার মাধ্যমে পায়, কীভাবে পায়?

''শুধু তাই নয়। আপনি দেখবেন, বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় পত্রপত্রিকায় রিপোর্ট হয়েছে যে, জেলের ভেতরে অনেকে বাসা বাড়ির মতো করে থাকে। তা কী করে থাকে?''

''আনা নেয়ার নিরাপত্তা দিতে না পারা পুলিশ কর্তৃপক্ষের অক্ষমতা বা অনভিজ্ঞতা দায়ী। আর জেলে থাকা অবস্থায় তারা যে বেআইনি কাজ যদি কেউ করে থাকে, সে জন্য জেল কর্তৃপক্ষ দায়ী।''

লস অ্যান্ড ড্যামেজ-ক্ষতিপূরণ কি পাবেন উপকূলীয় উদ্বাস্তুরা?

ঢাকা ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূল থেকে অসংখ্য মানুষ প্রতিনিয়ত পৈতৃক ভিটে মাটি ছেড়ে শহরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগের কারণে এ সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে বলেই মনে করেন বিজ্ঞানীরা।

মিশরে সদ্য সমাপ্ত কপ২৭ জলবায়ু সম্মেলনে একটি 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' তহবিল গঠনে সম্মত হয়েছে বিশ্ব।

বাংলাদেশের মতো ঝড় জলোচ্ছ্বাস, বন্যা বা নদীভাঙনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতির শিকার দেশগুলোর জন্য এটিকে একটি বড় সুখবর হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের উপকূলের যে মানুষেরা উদ্বাস্তু হচ্ছেন বা ক্ষতির মুখে পড়তে যাচ্ছেন তাদের সহায়তা এবং পুনর্বাসনে এই তহবিল কাজ করবে বলে আশাবাদ তৈরি হয়েছে।

কপ২৭ সম্মেলনে দু'শটির বেশি দেশ সর্বসম্মতভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য তহবিল গঠনে একমত হয়েছে।

'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' তহবিলের আকার কত বড় হবে, কীভাবে কোন উৎস থেকে অর্থের যোগান আসবে আর এর বণ্টন কীভাবে বা কোন পদ্ধতিতে হবে এসবই চূড়ান্ত হবে পরবর্তী সম্মেলনে।

জলবায়ু বিজ্ঞানী সলিমুল হক এ তহবিল সম্পর্কে বলেন, 'এখানে আমরা সবাই মিলে রাজী হয়েছি যে একটা তহবিল করবো। এখন এ তহবিলের গঠনতন্ত্র, টাকার পরিমাণ কত হবে, কোথা থেকে আসবে এবং কে পাবে এগুলো নিয়ে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে এবং আগামী বছর কপএ আমরা এগুলোকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিতে পারবো আশা করছি।'

কপ২৭ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন সাবের হোসেন চৌধুরী।

তিনি বলেন, যখন অ্যাডাপটেশন ফেইল হয়ে যায় তখন আমরা বলি লস অ্যান্ড ড্যামেজ। একটা স্থায়ী ক্ষতি যেটা পূরণ করা সম্ভব না। এটা আমাদের অনেক দিনের একটা দাবি ছিল।

তহবিলের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে মি. চৌধুরী বলেন, 'এখানে আমরা খুব দ্রুত সময় রাজনৈতিক ঐক্যমত্যে পৌঁছেছি। এখন যেটা হবে আগামী এক বছর একটা ট্রানজিশনাল কমিটি এখানে নিয়োগ দেয়া হবে। এবং সেখানে এলডিসি'র প্রতিনিধিত্ব থাকবে। আশা করি বাংলাদেশও সেই কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে সেই কমিটিতে থাকবে। এই কমিটির কাজ হবে কোন কোন উৎস থেকে আমরা এই ফান্ডের যোগান দিতে পারবো। তহবিলটাকে সমৃদ্ধ করবো। তারপর কোন দেশ কী পরিমান ক্ষতিপূরণ পেতে পারে সেটার জন্য একটা ক্রাইটেরিয়া ঠিক করা'।

সাবের হোসেন চৌধুরী জানান, এখনই সুনির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না তহবিলের আকার কত বড় হবে। আগামী বছর দুবাইতে কপ ২৮ সম্মেলনে সেখানে এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত হবে এবং একটা তহবিল গঠন করে চালু করতে পারবো। আশা করা হচ্ছে তহবিলটা বড় হবে। এটা শুধু বিলিয়ন না ট্রিলিয়ন ডলারেও পৌছে যেতে পারে।

মি. চৌধুরী বলছেন, 'যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যে সমস্ত কমিউনিটি বা ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের জন্য এ তহবিল। একদিকে যেমন এটা একটা প্রাপ্তি যে আমরা ক্ষতিপূরণ পাবার একটা প্রত্যাশা করতেই পারি। তবে এর পাশাপাশি আমাদের যে সক্ষমতা আছে, যে শাসনব্যবস্থার যে বিষয়গুলি আছে সেটার দিকেও এখন থেকেই আমাদের কাজ শুরু করতে হবে'।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বহু মানুষ নিজ এলাকা ছেড়ে শহরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

বার বার দুর্যোগের কবলে পড়ে মারাত্মক ক্ষতির শিকার এক জনগোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার কলবাড়ি গ্রামের জেলেপল্লী। অতীতেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘরবাড়ি হারিয়ে প্রায় চার দশক আগে ৫৪টি পরিবার মিলে বুড়িগোয়ালিনি ইউনিয়নে নতুন একটি স্থানে নদীর তীরে জেলেপল্লীটি গড়ে ওঠে।

কালক্রমে এই পল্লীকে ঘিরেই সেখানে হাটবাজার এবং বসতী গড়ে ওঠে। অথচ এই পল্লীর জনবসতী দিন দিন কমছে।

ঘুর্নীঝড় সিডর ও আইলার পর থেকে পরিবারের সংখ্যা কমতে কমতে বর্তমানে টিকে আছে মাত্র ১৪টি পরিবার। কোনোরকম টিকে থাকা একটি পরিবারের সদস্য মালতি রানী সরকার।

তিনি বলেন, উপকূলে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার চেয়ে প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে টিকে থাকাই তাদের জন্য এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। আমরা এখন খুবই দুর্দিন অবস্থায় আছি। নদীতে মাছও তেমন হচ্ছে না। ঝড় বন্যা হলিতো আমাদের সব ভেঙেচুরে যায়। রাস্তা ভেড়িও ভালো না। ঘরদরজাও ঠিকমতো রাখতি পারিনে'।

মালতি রাণী বলেন, বিশুদ্ধ খাবার জলের উৎস এখানে সীমিত। জেলেপল্লীর সবাইকে জল কিনে খেতে হয়। অথবা বেশ খানিকটা দূর থেকে নৌকায় করে জল সংগ্রহ করে আনতে হয়। এখন ঝড় বন্যাও হয় আগের চেয়ে বেশি। টিকতে না পেরে বেশিরভাগ পরিবার এলাকা ছেড়ে চলে গেছে।

'এখনো নদী ভাঙতেছে। নদীর জোয়ার উঠলি এখানে উঠোন বাড়ি সব ডুবে যাবে। আমাদের ঘরের কানাকানি জল হবে। আবার যদি ইটু বাতাসের চাপ হয় তা ওই ঢেউ লেগে আমাদের ডোয়াডালি সব শেষ...'

ষাটোর্ধ্ব আঞ্জুমান আরা'র সঙ্গে দেখা হয় একই ইউনিয়নের দাতিনাখালী গ্রামে তীররক্ষা বাধের ওপর।

তিনদফা ভাঙ্গনের কবলে পড়েছে তার পরিবার। বার বার বসতভিটা হারিয়ে যেটুকু জমি আছে সেখানে ঘর করে বাস করেন আঞ্জুমান আরা হাবিবুর রহমান দম্পতি।

এখন তাদের দুশ্চিন্তা হলো আবার কোনো দুর্যোগ হলে তাদের শেষ ভিটেমাটিটুকুও থাকবে কিনা। এ বয়সে কোথায় যাবেন?

আঞ্জুমান আরা বলেন, তার আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশি অনেকেই এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। 'আমার বাড়ি ছেল ওই গাঙ্গের মাঝখানে। ভিটেবাড়ী বহুত লম্বা ছেলো। সেই ভিটে বাড়ি এটুক আছে। তা আমরা টেকপো কেন্বায়, কোন ভরসায় থাকপো?' আইলার পর গত এক দশকে আম্ফান, ফনী বুলবুলের মতো ঘুর্নীঝড়ে বিপর্যস্ত হয়েছে এই দক্ষিণ উপকূল।

অনেকেই জমিজমা বসতভিটা ঘরবাড়ী, হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। নদীগর্ভে বিলিন হয়েছে অনেকের সহায় সম্বল। এরকমই একজন সেলিনা বেগমের আশ্রয় হয়েছে এখন পরের বাড়িতে।

সেলিনা বেগম বলেন, 'কোনো ভরসা নেই যে আমরা এইখানে থাকতি পারবো। বহুত লোক ছেলো। কেউ নেইতো। সব কাইটে পড়িছে।'

উপকূলীয় এসব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এবং উদ্বাস্তুরা ক্ষতিপূরণ তহবিল থেকে সহায়তা পাবেন কিনা এ প্রশ্নে জলবায়ু বিজ্ঞানী সলিমুল হক বিবিসিকে বলেন, 'লস অ্যান্ড ড্যামেজের মধ্যে ক্লাইমেট মাইগ্রেশন (জলবায়ু অভিবাসন) ক্লাইমেট ডিসপ্লেসমেন্ট পড়ে। আমরা এগুলো ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবো'।

উপকূলের উদ্বাস্তুরা অনেকেই বিভিন্ন শহরে আশ্রয় নিয়েছেন। অনেকে এসেছেন রাজধানীতে।

সাতক্ষীরা শ্যামনগর উপকূল থেকে স্বপরিবারে ঢাকায় আসতে বাধ্য হয়েছেন শহীদুল ইসলাম। ঢাকায় বাসা ভাড়া করে দুই সন্তান নিয়ে শহীদুল রোকসানা দম্পতির পরিবার।

শহীদুল ইসলাম রিকশা চালান আর তার স্ত্রী রোকসানা বাড়ী ঘরে কাজ করেন।

তারা চান এমন একটা সুযোগ সুবিধা হোক যাতে তারা নিজ এলাকায় ফিরে যেতে পারেন। সেখানেই জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। শহরে চলা তাদের জন্য খুবই কষ্টের।

শহীদুল ইসলাম বলেন, আমফান ঝড়ের পর ঘরবাড়ি হারিয়ে তিনি স্বপরিবারে ঢাকায় চলে আসেন। কিন্তু সুযোগ পেলে এলাকায় ফিরে যেতে চান তারা। 'আমাদের ঘরবাড়িগুলো ভালো হলি কামাই রোজগারের একটা লাইন ভাল পাইলে আমরা মনে করেন দেশে থাইকে কামাই রোজগার করে থাকতি পারি।'

উপকূলের বাস্তুহারা এই মানুষেরাও ঢাকায় অতিকষ্টে জীবন যাপন করছেন।

উপকূলের ক্ষতিগ্রস্ত আরো বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা হয়েছে যারা দিনমজুর, রাজমিস্ত্রির কাজ এবং রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

তারাও চান ক্ষতিপূরণ হিসেবে এলাকায় স্থায়ী টেকসই বাধ নির্মাণ হোক এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক।

উপকূলে জলের সমস্যা দূর করা এবং উন্নত স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চিত করাও বড় দাবি উপকূলের উদ্বাস্তু এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে। বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ গত বিশ বছরে অন্তত ১৮৫টি দুর্যোগের শিকার হয়েছে।

এতে বহু মানুষের প্রাণহানি এবং ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে বাংলাদেশ।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বছরে বাংলাদেশের কী পরিমান ক্ষতি হচ্ছে সেটি নিয়ে মি. চৌধুরী বলেন, 'কত ক্ষতি হচ্ছে সেটা আমাদেরকে এখন দেখতে হবে। সেটার জন্য কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। গতমাসের শেষের দিকে আমাদের মন্ত্রিপরিষদ যেটা অনুমোদন দিয়ে যেটা আমরা বলছি ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্ল্যান। সেখানে আমরা আগামী সাতাশ বছরে আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমাদের প্রয়োজন হবে ২৩০ বিলিয়ন ডলারের।

এটা হচ্ছে শুধু অ্যাডাপটেশন (অভিযোজন)। এটা থেকেই আমরা বুঝতে পারছি যে এটা কী পরিমান হতে পারে। কারণ অ্যাডাপটেশনেই যদি আমাদের এ পরিমান তহবিলের প্রয়োজন হয় তাহলে লস অ্যান্ড ড্যামেজে কী হতে পারে।'

বাৎসরিক ক্ষয়ক্ষতির হিসেব নিয়ে মি. চৌধুরী বলেন, 'শুধু অ্যাডাপটেশনের বিষয়টি ধরলেই বছরে সাতআট বিলিয়ন ডলার ধরেই নেয়া যায়। সেই পরিমাণ ক্ষতিতো আমাদের হচ্ছে। এবং আগামীতে এটা আরো বাড়তে পারে। কারণ দেখেন আমরা যে ক্ষতির অংকগুলো আমরা করেছি সেটা ছিল যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বেধে রাখতে পারি। কিন্তু আমরা জানি যে সেটা হচ্ছে না।'

সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, তহবিল আদায় বা নিশ্চিত করাটা হচ্ছে এটা প্রাথমিক পদক্ষেপ। তারপরে এটার ব্যয়টা যেন সঠিকভাবে হয়। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় হয়। যারা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তাদের কাছে যেন অর্থায়নগুলো পৌছাতে পারে সেটার জন্য আমাদের অনেক কাজ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক এক প্রতিবেদন অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতির দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের ৫ম।

লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে এখন থেকেই বাংলাদেশের জোরালো প্রস্তুতি নিতে হবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি বেলার নির্বাহী পরিচালক সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, আজকে যে এলাকায় নদী ভাঙন হচ্ছে, বা আজকে যে এলাকায় সাইক্লোন হচ্ছে বা আজকে যে মানুষ চলে আসছে ছয় মাস পরে হয়তো ভিন্ন জনগোষ্ঠী আসবে। কাজে বাংলাদেশ সরকারের উচিৎ হবে এখনই স্থানীয় সরকার যারা আছে তাদেরকে আন্তর্জাতিক এ ফান্ড সম্পর্কে বলা এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে তাদের রেকর্ড কিপিংটা সঠিকভাবে করতে পারে।

ইইউর সঙ্গে বাংলাদেশের পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সঙ্গে পার্টনারশিপ কোঅপারেশন অ্যাগ্রিমেন্ট (পিসিএ) করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এই চুক্তির ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সুশাসন, মানবাধিকার এবং ইন্দোপ্যাসিফিক কৌশল।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকায় ইইউ'র সাথে বাংলাদেশের প্রথমবারের মতো সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপে বাংলাদেশ দলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম। ইইউ'র পক্ষে নেতৃত্ব দেন ইইউ'র বৈদেশিক কার্যক্রম দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপমহাসচিব এনরিকে মোরা। সংলাপে দুই পক্ষই পার্টনারশিপ কোঅপারেশন চুক্তি করতে সম্মত হয়। বৈঠকের মাঝামাঝি সময়ে য।থ সংবাদ সম্মেলনে ওই চুক্তি সুবিধাজনক যে কোনো সময়ে করা হবে বলে জানানো হয়। এই চুক্তি হলে বাংলাদেশের সঙ্গে ইইউর সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম সাংবাদিকদের বলেন, ''ইইউ নিরাপত্তাসহ নানা ইস্যুতে আমাদের কাজ করতে আগ্রহ দেখিয়েছে, যার মধ্যে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমন, ইন্টারনেট সিকিউরিটি, অর্গ্যানাইজড ক্রাইম, জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের মতো বিষয় রয়েছে।''

বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকটের মানবিক, নিরাপত্তা ও প্রত্যাবাসনের দিক নিয়েও আলোচনা হয়।

এছাড়া বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশসহ জাতিসংঘের সদস্য বিভিন্ন দেশের সম্পর্ক, ইউক্রেন যুদ্ধ,খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কিভাবে আরো সুসংহত করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হয়।

ইইউ প্রতিনিধি দলের প্রধান এনরিকো মোরা বলেন, ''আমাদের সম্পর্ক নতুন স্তরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি, যার মূল ভিত্তি গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকার। সামনে আমরা অংশীদারিত্ব সহযোগিতা চুক্তি করবো।'' গত ১০ বছরে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ''মূলত দুটি কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে চায় ইইউ। এক. বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দুই. ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলের কেন্দ্রবিন্দুতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান।'' তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, ''ইন্দোপ্যাসিফিক কিংবা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধসহ কোনো ইস্যুতেই বাংলাদেশের ওপর কিছু চাপিয়ে দিতে চায় না ইইউ। বরং ঢাকার স্বাধীন সিদ্ধান্তের প্রতি আমাদের সম্মান রয়েছে।''

সম্প্রতি 'স্ট্রেংদেনিং বাংলাদেশইউ ট্রেড অ্যান্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন ঃ ইস্যুজ অ্যান্ড পলিসি প্রায়োরিটিজ' শিরোনামে এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ইউরোপের ২৭ দেশে বছরে বাংলাদেশ এখন ২৩ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করে। এর পরিমাণ আরো ১৮ বিলিয়ন বাড়ানো সম্ভব সক্ষমতা ও পণ্যের বৈচিত্র্য বাড়িয়ে। ২০০০-২০০১ সালে ইউকে এবং ইইউতে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি ছি ২.৫ বিলিয়ন ডলারের। গত ২০-২১ বছরে তা এখন ১০ গুণ বেড়ে ২৫ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। ইউরোপে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের শতকরা ৯০ ভাগই তৈরি পোশাক।

আর ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো থেকে নেট এফডিআই প্রবাহ গত পাঁচ বছরে ৩.৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা এই সময়ের মধ্যে মোট এফডিআই প্রবাহের প্রায় এক চতুর্থাংশ।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)-এর নির্বাহী পরিচালক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান বলেন, ''ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমাদের বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। আমরা সেখানে এখন যে বাণিজ্যিক সুবিধা পাই, তা ২০২৬ সালে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন করার পর আরো তিন বছর পাবো। তবে আমাদের রপ্তানি পণ্যের অধিকাংশই হলো গার্মেন্ট প্রোডাক্ট। এখানে বৈচিত্র্য দরকার। সহযোগিতা চুক্তির ফলে আমরা যদি উন্নত প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তিজ্ঞান পাই, তাহলে সেটা আমাদের জন্য অনেক লাভজনক হবে। আমাদের পণ্যের মান বাড়ানো এবং পণ্যের ভ্যারিয়েশন বাড়ানো সম্ভব হবে। আর বিনিয়োগ আমরা আকৃষ্ট করতে পারবো।''

তার কথা, ''এই সময়ে সুশাসন, মানবাধিকার, গণতন্ত্র এই বিষয়গুলো যেকোনো দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। এটা কোনো চুক্তিতে থাকা না থাকার বিষয় নয়। অবশ্যই বাংলাদেশকে নিজের প্রয়োজনেই এই বিষয়গুলোর উন্নয়ন ঘটাতে হবে। ইইউ এটা খেয়াল রাখবে।''

সাবেক রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব.) শহীদুল হক মনে করেন, ''অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ভূরাজনৈতিক গুরুত্বের কারণে বাংলাদেশের প্রতি সারা বিশ্বেরই আগ্রহ বাড়ছে। ইইউর যেমন আগ্রহ আছে, আগ্রহ আছে অ্যামেরিকার, চীনেরও আগ্রহ আছে। তাই সব দিক বিবেচনা করে আমাদের ইন্দোপ্যাসিফিক কৌশলের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এটাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের জোট বা গ্রুপ হচ্ছে। আমাদের জোর দিতে হবে অর্থনীতির বিষয়ে। নতুন কোনো কোল্ড ওয়ারে আমরা যেন জড়িয়ে না পড়ি।'' তিনি মনে করেন, ''বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, এটাকে টেকসই করতে হলে গণতন্ত্র, সুশাসন, মানবাধিকারের উন্নয়ন করতে হবে। আর এই সহযোগিতা চুক্তি থেকে সুফল পেতে হলে আমাদের এর উন্নয়ন ঘটাতে হবে।'' প্রসঙ্গত, ২৭ রাষ্ট্রের জোট ইইউ'র সঙ্গে এশিয়ার দুই দেশ ভারত ও পাকিস্তান এবং জোট হিসেবে আসিয়ানের অংশীদারিত্ব সহযোগিতা চুক্তি রয়েছে।

কাতারের বিপক্ষে সেনেগালের জয়, ওয়েলসের বিপক্ষে ইরানের চমক

কাতার (ওয়েবডেস্ক) ঃ কাতার বিশ্বকাপে সেনেগাল ও ইরান তাদের প্রথম জয় পেয়েছে। স্বাগতিক কাতারকে সেনেগাল সহজে হারালেও ওয়েলস হেরে গেছে ইরানের কাছে।

দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে স্বাগতিক কাতারকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে আফ্রিকার দেশ সেনেগাল। প্রথম ম্যাচে পরাজিত হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে তারা দারুণভাবে ফিরে আসে। প্রথমার্ধে আফ্রিকান চ্যাম্পিয়নরা এক গোলে এগিয়ে থাকে।

সেনেগালের হয়ে প্রথম গোলটা করেন বুলায়ে দিয়া। দ্বিতীয়ার্ধের তিন মিনিটে আরেকটি গোল পায় সেনেগাল। তবে ৭৮ মিনিটে গোল করে ব্যবধান কমিয়ে ফেলে কাতার। এরপর কাতার দুটি ভালো সুযোগ তৈরি করলেও গোলরক্ষকের অসাধারণ নৈপুণ্যে গোল করতে ব্যর্থ হয়।

খেলার ৮৩ মিনিটে সেনেগাল আরেকটি গোল করলে স্বাগতিকদের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় হারের ফলে এবারের বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়ার দ্বারপ্রান্তে কাতার।

দিনের প্রথম খেলায় ওয়েলসকে ২-০ গোলে হারায় ইরান। কাতার বিশ্বকাপে অসাধারণ এক জয় এনে দেয়া ম্যাচের দুটি গোলই হয়েছে ১০ জনের ওয়েলসের বিপক্ষে, তিন মিনিটের ব্যবধানে, ইনজুরি টাইমে।

দুদল আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ করে ম্যাচ শুরু করলেও প্রথমার্ধে কেউ গোল করতে পারেনি। খেলার ১৫ মিনিটে ইরানের পাল্টা আক্রমণে আলী ঘোলিজাদে গোল করলেও অফসাইডের কারণে তা বাতিল হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধে খেলা বেশ জমে ওঠে। ইরান একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে। ৫১ মিনিটে ১০ সেকেন্ডের ব্যবধানে আজমুন ও ঘোলিজাদের পরপর দুটি বল বারে লেগে ফিরে না এলে ইরান ১-০ গোলে এগিয়ে যেতে পারতো। ৭২ মিনিটে ইরানের আরেকটি শট ওয়েলসের গোলকিপার ঠেকিয়ে দেয়। অন্যদিকে, ওয়েলস বেশি সময় বলের নিয়ন্ত্রণ রাখলেও সে অর্থে তারা গোলের ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি।

দ্বিতীয়ার্ধের ৮৪ মিনিটে খেলার মোড় ঘুরে যায় ওয়েলসের গোলরক্ষক ডিবক্সের বাইরে এসে ফাউল করলে। রেফারি তাকে লালকার্ড দেখান। ফলে বাকি সময় ওয়েলস ১০ জন নিয়ে খেলে। তবে নির্ধারিত সময়ের মাঝে ইরান গোল করতে ব্যর্থ হলে খেলোয়াড়রা অনেকটা হতাশ হয়ে যায়। খেলা গড়ায় ইনজুরি টাইমে।

চেশমি ৯৮ মিনিটে দুর্দান্ত এক শটে গোল করলে ইরান ১-০ তে এগিয়ে যায়। এসময় মনে হচ্ছিল রেফরি যেকোনো সময় শেষ বাঁশি বাজাবেন। তবে ১০১ মিনিটে ইরান আরেকটি গোল পেয়ে যায় ১০ জন নিয়ে খেলা ওয়েলস পাল্টা একটি আক্রমণ রুখতে ব্যর্থ হলে। দ্বিতীয় গোলটি আসে রামিনের পা থেকে।

এমবাপ্পেকে ভয় পাচ্ছে না ডেনমার্ক

কাতার ঃ তিনি ক্লাব ফুটবলের সবচেয়ে দামি তারকা, জিতেছেন ২০১৮ বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপে ফ্রান্সকে শিরোপা জেতাতে কিলিয়ান এমবাপ্পে রেখেছিলেন বড় ভূমিকা। কাতার বিশ্বকাপেও এরই মধ্যে নিজের ঝলক দেখিয়েছেন। প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একটি গোল করার পাশাপাশি একটি গোলে করেছেন সহায়তা। ম্যাচজুড়ে তাঁর ট্রেডমার্ক গতির ঝলকও দেখিয়েছেন বেশ। ফরাসি এই তারকা তাই যেকোনো দলের জন্যই দুর্ভাবনার কারণ। তবে ডেনমার্ক কোচ কাসপার হিউলমান্দ তা মানছেন না। তিনি জানিয়েছেন, ফরাসি এই ফরোয়ার্ডকে নিয়ে ভীত নয় ডেনমার্ক। আজ রাত ১০টায় স্টেডিয়াম ৯৭৪-এ ফ্রান্সের মুখোমুখি হবে ডেনমার্ক। আগের ম্যাচে সহজ প্রতিপক্ষ তিউনিসিয়ার সঙ্গে ড্র করে অনেকটাই চাপে আছে তারা। অন্যদিকে দলের চোট-সমস্যা পাশ কাটিয়ে প্রথম ম্যাচে দারুণ শুরু করেছে ফ্রান্স। ডেনমার্কের বিপক্ষেও তারা চাইবে সেই ধারা বজায় রাখতে।

হিউলমান্দের ভালো করেই জানা আছে, ফ্রান্সের বিপক্ষে তাঁর ডিফেন্ডারদের কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। বিশেষ করে এমবাপ্পের জন্য।

সে পরীক্ষার জন্য কোনো ভয় ডেনমার্কের কাজ করছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, ভয় না পেলেও এই তারকাকে নিয়ে পরিকল্পনা আছে তাদের, 'আমরা এমবাপ্পেকে নিয়ে ভীত নই। তাকে ঠেকানোর জন্য আমাদের পরিকল্পনা আছে। গত সেপ্টেম্বরে ফ্রান্সের বিপক্ষে ম্যাচে আমরা ভালো পরিকল্পনা করেছিলাম। সে মাত্র দুই-তিনটা সুযোগ পেয়েছিল। তবে এমন অসাধারণ কোনো ফুটবলারের জন্য আপনি যত পরিকল্পনাই করেন না কেন, দমিয়ে রাখা কঠিন। কীভাবে ম্যাচে তার প্রভাব কমিয়ে রাখা যায়, আমরা তা নিয়ে অনেক বিশ্লেষণ করেছি। আমরা চাই না, সে তার প্রতিভার ঝলক দেখাক।'

এমবাপ্পের পাশাপাশি ডেনমার্কের সতর্ক থাকতে হচ্ছে অলিভিয়ের জিরুকে নিয়েও। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জোড়া গোল করেছেন এই ফরোয়ার্ড। তাঁকে ঠেকানোর পরিকল্পনায় অবশ্য ডেনমার্ক অধিনায়ক সিমন কিয়ারের সহায়তা পাচ্ছেন কোচ।

এসি মিলানে সিমন কিয়ারের সতীর্থ জিরু। এটাকে বাড়তি সুবিধা হিসেবে দেখছেন হিউলমান্দ, 'আশা করছি, এটা বাড়তি সুবিধা দেবে। জিরু আগের চেয়ে এখন বেশি ছন্দে আছে। ও খুবই ভয়ংকর ফুটবলার। জিরু সম্পর্কে সিমন ভালোই জানে। আমরা ছোটখাটো বিষয় নিয়ে কথা বলেছি।'

১২ বছর পর পাওয়া জয়ে বিশ্বকাপে টিকে রইল অস্ট্রেলিয়া

কাতার ঃ বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ফ্রান্সের বিপক্ষে এগিয়ে গিয়েও বড় হার দেখতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকে। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে অবশ্য সে ভুল করেনি তারা। তিউনিসিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার আশা ভালোভাবেই বাঁচিয়ে রাখল তারা। তিউনিসিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়েছে সকারুরা।

২০১০ সালের পর এই প্রথম বিশ্বকাপে জয়ের দেখা পেল অস্ট্রেলিয়া। গত দুই বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেও কোনো ম্যাচ না জিতেই বিদায় নিতে হয়েছিল তাসমানপাড়ের দেশটিকে। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে বিপদ বাড়ল তিউনিসিয়ার, যারা শেষ ম্যাচ খেলবে ফ্রান্সের বিপক্ষে।

আল জানুব স্টেডিয়ামে ব্যাপক সমর্থন নিয়েই ম্যাচ শুরু করে তিউনিসিয়া। তবে প্রথম দিকে অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণাত্মক ফুটবলের সামনে কিছুটা নিচে নেমে খেলতে হয় আফ্রিকার দেশটিকে।

এর আগে ফ্রান্সের বিপক্ষেও শুরুতে ভালো খেলে গোল আদায় করে নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। আজও তিউনিসিয়ার ডিবক্সের আশপাশে একের পর এক হুমকি তৈরি করে যাচ্ছিল তারা। তিউনিসিয়া চেষ্টা করে নিজেদের রক্ষণ সুরক্ষিত রেখে প্রতি-আক্রমণের সুযোগ তৈরির।

প্রতিপক্ষের ওপর চাপ তৈরি করলেও শুরুতে অস্ট্রেলিয়া নিশ্চিত কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না। তাদের আক্রমণগুলো প্রতিহত হচ্ছিল তিউনিসিয়ার রক্ষণে। তবু অবশ্য গোল পেতে বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়নি অস্ট্রেলিয়াকে।

ম্যাচের ২৩ মিনিটেই এগিয়ে যায় তারা। বাঁ প্রান্ত থেকে ক্রেইগ গুডউইনের ক্রস তিউনিসিয়ার এক খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে চলে আসে ডিবক্সের দুই ডিফেন্ডারের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা মিচেল ডিউকের কাছে। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মাথা ছুঁয়ে বলকে জালের ঠিকানা দেখিয়ে দেন ডিউক।

এগিয়ে গিয়েও অবশ্য কিছু সময় ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখে অস্ট্রেলিয়া। আক্রমণাত্মক ফুটবলে তিউনিসিয়াকে চাপে রাখার চেষ্টা করে তারা। অন্যদিকে পিছিয়ে পড়া তিউনিসিয়া মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিল ম্যাচে ফেরার। প্রথমার্ধের শেষ দিকে গিয়ে নিজেদের ছন্দও খুঁজে পায় কার্থেজ ঈগল-খ্যাত দলটি।

৩৮ মিনিটে ইউসেফ এমসাকনিকে ডিবক্সের ভেতর আটকে দেন অস্ট্রেলিয়ান ডিফেন্ডার। ৪৪ মিনিটে অস্ট্রেলিয়ান আক্রমণ ঠেকান তিউনিসিয়ার গোলরক্ষক আইমেন দাহমেন।

তবে যোগ করা সময়ে গোল করার সুবর্ণ এক সুযোগ নষ্ট করেন এমসাকনি। সুবিধাজনক জায়গায় বল পেয়ে গোল করতে ব্যর্থ হন এই ফরোয়ার্ড। শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে থাকার আক্ষেপ নিয়েই বিরতিতে যেতে হয় তিউনিসিয়াকে।

বিরতির পর গোলের খোঁজে মরিয়া হয়ে আক্রমণে যায় তিউনিসিয়া। অস্ট্রেলিয়াকে চাপে রেখে তারা চেষ্টা করে গোলের সুযোগ তৈরির। তিউনিসিয়ার আক্রমণাত্মক ফুটবলের বিপরীতে এ সময় অস্ট্রেলিয়ার চোখ ছিল প্রতি-আক্রমণে। তবে দুই দলই এ সময় নিশ্চিত সুযোগ তৈরি করতে ব্যর্থ হচ্ছিল।

আক্রমণে তিউনিসিয়া এগিয়ে থাকলেও প্রতিপক্ষের ডিবক্সে ঢুকে সুযোগ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা ছিল স্পষ্ট। ম্যাচের শেষ দিকেও অস্ট্রেলিয়া রক্ষণে বেশ চাপ সৃষ্টি করে তিউনিসিয়া। তবে মেলেনি কাঙ্ক্ষিত গোল।

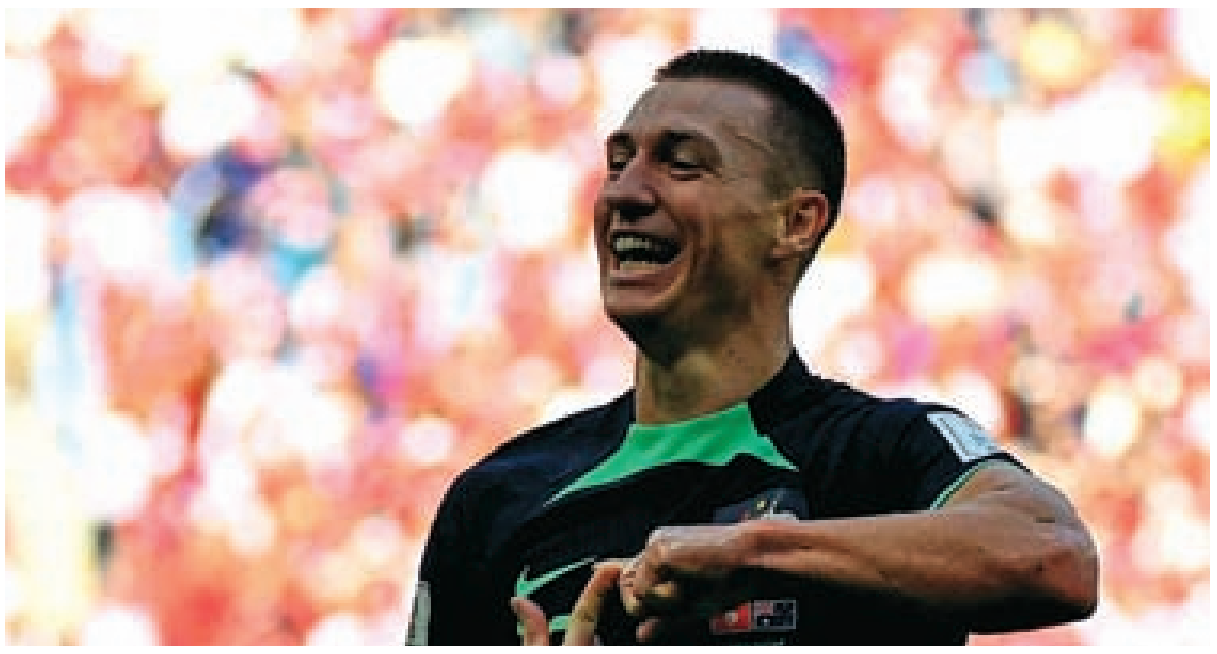

যেখানে ব্রাজিলকে ছাড়িয়ে গেল কাতার

কাতার (ওয়েবডেস্ক) ঃ কাতার বিশ্বকাপ শুরুর আগের দিন সমালোচনাকারীদের ধুয়ে দিয়েছিলেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে চাঁছাছোলা মন্তব্য করার পাশাপাশি নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন, এবারের বিশ্বকাপই হতে যাচ্ছে সর্বকালের সেরা। চড়া দামের পরও নিজেদের জনসংখ্যার প্রায় সমান ৩০ লাখ টিকিট বিক্রি করে এরই মধ্যে নিজেদের সামর্থ্য দেখিয়ে দিয়েছে কাতার। শুরুতে বিক্রি হওয়া টিকিটের বেশির ভাগই কিনে নিয়েছিল কাতার, সৌদি আরব, মেক্সিকো, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও ভারতের মানুষ। গ্রুপ পর্বের প্রথম রাউন্ডেই একাধিক অঘটন ঘটায় মাঠে বসে খেলা দেখার আগ্রহ আরও বেড়েছে। টিকিট বিক্রিতে তরতর করে এগিয়ে যাওয়ার রেশ ধরে আরেকটি সুসংবাদ পেয়েছে কাতার। ব্রাজিলকে ছাড়িয়ে বিশ্বকাপ সম্প্রচারের শীর্ষে উঠে এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি। ব্রাজিলের শীর্ষস্থানীয় সংবাদমাধ্যম ইউওএলে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বিষয়টি উঠে এসেছে।

সবচেয়ে বেশি অঞ্চলে বিশ্বকাপ সম্প্রচার

সাল	আয়োজক	অঞ্চল
২০২২	কাতার	২২৫
২০১৪	ব্রাজিল	২২৩
২০১৮	রাশিয়া	২১২

কাতার বিশ্বকাপ কোন মহাদেশের কত অঞ্চলে

মহাদেশ	অঞ্চল
ইউরোপ	৫৬
আফ্রিকা	৫৬
পুরো আমেরিকা	৫০
এশিয়া	৪৩
ওশেনিয়া	২০

প্রতিবেদন বলছে, বিশ্বের ২২৫টি অঞ্চলের মানুষ টেলিভিশন বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসে কাতার বিশ্বকাপ সরাসরি উপভোগ করছেন। ২০১৪ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ দেখতে পেরেছেন ২২৩টি অঞ্চলের মানুষ। আর ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে দেখা গেছে ২১২টি অঞ্চলে। সম্প্রচার ও বাণিজ্যিক স্বত্ব বিক্রিতে দুর্নীতির অভিযোগে ২০১৫ সালে ফিফার কয়েকজন পরিচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এ কারণে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলে নতুন সম্প্রচার চুক্তি করা কঠিন হয়ে পড়েছিল ফিফার। সে ধাক্কা এবার বেশ ভালোভাবেই কাটিয়ে উঠেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। রেকর্ড ৫০০ কোটি মানুষ কাতার বিশ্বকাপ দেখছেন। ইউওএলের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের ৫৬টি করে অঞ্চলে, পুরো আমেরিকার (উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য) ৫০টি, এশিয়ার ৪৩টি ও ওশেনিয়ার ২০টি অঞ্চলে কাতার বিশ্বকাপের সম্প্রচারস্বত্ব বিক্রি হয়েছে। নির্দিষ্ট স্থানে সম্প্রচারস্বত্ব বিক্রির ক্ষেত্রে ফিফা সবার আগে অঞ্চলকে প্রাধান্য দেয়, দেশকে নয়। কারণ, বিশ্বে এমন কিছু অঞ্চল আছে, যেগুলো কোনো দেশের উপনিবেশ, ছিটমহল কিংবা অংশ হলেও স্বায়ত্তশাসিত নয়। উদাহরণ হিসেবে ফ্রান্সের রেউনিওঁর নাম বলা যায়। এটি ভারত মহাসাগরে অবস্থিত একটি আগ্নেয় দ্বীপ। তবে আফ্রিকার জলসীমার অন্তর্ভুক্ত। ইউরোপের দেশ ফ্রান্স সেখান থেকেই রেউনিওঁকে নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও রেউনিওঁর নিজস্ব জাতীয় সংগীতও আছে। এ অঞ্চলে খেলা দেখানোর ক্ষেত্রে তাই ফ্রান্সকে আলাদা প্যাকেজ কেনার প্রস্তাব দিয়েছিল ফিফা। প্যাকেজ বিক্রির বেলায় আগের নিয়মই অনুসরণ করেছে ফিফা। তবে বিভিন্ন অঞ্চলের সম্প্রচার চ্যানেল ও ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে পরিবর্তন এসেছে। বিডে জিতেই এই স্বত্ব কিনে নিয়েছে তারা।যেমন ২০১৮ বিশ্বকাপ বাংলাদেশে সম্প্রচার করেছে বিটিভি, নাগরিক টিভি ও মাছরাঙা টেলিভিশন। এবার বিটিভি ছাড়াও খেলা দেখাচ্ছে টি স্পোর্টস ও গাজী টিভি। আর অনলাইনে বিশ্বকাপ সম্প্রচার করছে টফি।

ভারতে আলোচনায় সমকামী নারী জুটির 'ওয়েডিং ফটোশ্যুট'

কেরাল (ওয়েবডেস্ক)ঃ আধিলা নাসারিন ও ফাতিমা নূরা আলোচনায় এসেছিলেন চলতি বছরের শুরুর দিকে যখন অভিভাবকরা জোর করে আলাদা করার পর ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য কেরালার একটি আদালত তাদের এক করে দিয়েছিলো। ওই দুজন তাদের পরিবার থেকে বেরিয়ে আসার পর যেসব সমস্যার মুখে পড়েছিলেন তার প্রতিকার চাইতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

এখন গত মাসে তারা আবারো সংবাদ শিরোনাম হলেন। এবার তারা বিয়ের ছবি প্রকাশ করলেন যেখানে ওই জুটি বিয়ের কনের সাজে ছবি তুলেছেন।

রূপার অলংকারের সাথে বাদামী ও গাড় নীল রংয়ের লেহেঙ্গা পরে তারা বিয়ের আংটি আর গোলাপ বিনিময় করেছেন সাগর সৈকত।

তেইশ বছর বয়সী মিস নুরা 'বিয়ের ছবি'ফেসবুকে প্রকাশ করে লিখেছেন'এচিভমেন্ট আনলকড টুগেদার ফরএভার'। এরপর থেকেই অভিনন্দন বার্তায় সিক্ত হচ্ছেন তারা।

মিস নূরা ও মিস নাসারিন হাইস্কুলে থাকার সময় একে অন্যের ঘনিষ্ঠ হন।

আমরা শুধু ফটোশ্যুটের চেষ্টা করেছি কারণ আমাদের কাছে এই আইডিয়াটা চমৎকার মনে হয়েছে, বিবিসিকে বলছিলেন মিস নাসারিন।

দুই নারীই বিভিন্ন ভঙ্গিতে ছবির জন্য পোজ দিয়েছেন।

আমরা এখনো বিয়ে করিনি । তবে একটা পর্যায়ে আমরা তা করতে চাই, বলছিলেন মিস নাসারিন।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট প্রায় এক দশকের আইনি বিতর্কের পর ২০১৮ সালে বলেছে যে সমকামী বিয়ে কোনো অপরাধ নয়।

কয়েক বছর ধরে সচেতনতা বাড়ছিলো। কিন্তু তারপরেও সমাজে এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সমস্যার মুখেই পড়তে হয় এই কমিউনিটির সদস্যদের।

মিস নুরা ও মিস নাসারিনও এমন পরিস্থিতির সাথে পরিচিত। এই জুটি বলছে মিস নুরার পরিবার থেকে এখনও হুমকি আসছে।

ভারতে সমকামী বিয়ের আইনি ভিত্তি নেই। তবে দিল্লি হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে বৈধতার আবেদনগুলো বিবেচনাধীন আছে।

এর মধ্যে বেশ কিছু সমকামী জুটি কিছু অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে।

মিস নুরা ও মিস নাসারিন কেরালার আদালত থেকে এক সাথে থাকার অনুমতি পেয়েছেন কিন্তু ভারতের অন্য বিবাহিত দম্পতিরা যেসব সুবিধা ও অধিকার ভোগ করেন তেমনটি তাদের নেই।

আমরা যদি কোনো ফর্ম পূরণ করতে যাই তাহলে তারা জানতে চায় স্ত্রী, স্বামী বা বাবার নাম, মিস নাসারিন বলছিলেন।

আমার কর্মক্ষেত্র বা অন্য জায়গাগুলোতে আমি এখনো বাবার নামই ব্যবহার করি। আমরা সম্প্রতি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সেখানে বাবার নাম দিতে হয়েছে। এটা হতাশা জনক।

এটাও কখনো কখনো তাদের জন্য কঠিন কারণ তাদের পরিবারের সাথেও সম্পর্কটা সবসময় সুখকর নয়।

মিস নূরা ও মিস নাসারিন হাইস্কুলে থাকার সময় একে অন্যের ঘনিষ্ঠ হন। পরে তিন বছর বিচ্ছিন্ন ছিলেন তাদের পরিবার বিভিন্ন জেলায় থাকা ছাড়াও কলেজের পড়াশোনা শেষ করার জন্য।

তখন তাদের সমর্থক গোষ্ঠীগুলো পরামর্শ দিয়েছিলো যে শিক্ষা শেষ করে চাকরীতে যাও আগে।

মিস নাসারিন বলছেন তারা জানতেন যে তাদের একত্র হওয়াটা রক্ষণশীল পরিবারের জন্য মেনে নেয়া কঠিন ।

এই জুটি বলছেন যে সমর্থন তারা মানুষের কাছ থেকে পেয়েছেন তাতে তারা উদ্বেলিত।

এখন মাস্ক পড়লেও লোকে আমাদের চিনতে পারে, বলছিলেন মিস নাসারিন।

কর্ণফুলী টানেল দেশের জন্য লাভজনক হবে নাকি 'বোঝা' হয়ে থাকবে?

ঢাকা ঃ চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর নিচ দিয়ে যে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মিত হচ্ছে সেটির দক্ষিণ টিউবের কাজ শেষ হয়েছে।

কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পের পরিচালক হারুনুর রশীদ জানান, আগামী বছর জানুয়ারির শেষ নাগাদ পুরো টানেলের নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে আশা করছেন তারা।

আর পুরো কাজ শেষ হলে তখন টানেলটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নামে এই টানেলটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে।

এর আগে ২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং'কে সাথে নিয়ে প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ চলছে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অধীনে।

তাদের তথ্য অনুযায়ী, প্রকল্পটির মোট নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ৯হাজার ৮৮০ কোটি টাকার বেশি। এর মধ্যে বাংলাদেশে সরকারের অর্থ সহায়তা থাকবে তিন হাজার ৯৬৭ কোটি টাকার মতো। বাকি টাকা আসবে চীনের কাছ থেকে।

এই প্রকল্পটিতে চীন পাঁচ হাজার ৯১৩ কোটি টাকার বেশি অর্থ সহায়তা দিচ্ছে।

সেতু কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, কর্ণফুলী টানেলটি মূলত আনোয়ারা উপজেলাকে চট্টগ্রামের মূল শহরের সাথে যুক্ত করবে।

এই প্রকল্পের অধীনে কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে ৪ লেনের সড়ক টানেল নির্মান করা হবে।

মূল টানেলে থাকবে দুটি টিউব। যার দৈর্ঘ্য হবে ৩ দশমিক ৪ কিলোমিটার। এছাড়া টানেলের পূর্ব ও পশ্চিম পাশে ৫ দশমিক ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ দুটি সংযোগ সড়ক থাকবে। সাথে থাকবে ৭শ ২৭ মিটার দীর্ঘ একটি ওভারব্রীজ।

জানা যাচ্ছে যে, এরইমধ্যে এই টানেলের নির্মাণ কাজ ৯০ শতাংশের মতো সম্পন্ন হয়েছে।

সেতু কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, চট্টগ্রাম শহরের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন ও আধুনিকায়ন করাই এই টানেলটি নির্মাণের অন্যতম কারণ।

টানেলটি চালু হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারের সাথে নতুন একটি সড়ক যোগাযোগ চালু হবে। ফলে ঢাকা থেকে কক্সবাজার কিংবা চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার যাওয়ার দূরত্ব কমে আসবে। বাঁচবে খরচ এবং সময়ও।

ভবিষ্যতে এশিয়ান হাইওয়ের সাথেও সংযোগ স্থাপন করবে এই টানেল।

সেই সাথে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব দিকে শহরাঞ্চলকে যুক্ত করে সেখানে উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এটি।

ওই এলাকায় যে শিল্প এলাকা গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে সেটির কাজও শুরু হবে জোরেসোরে।

অন্যদিকে পশ্চিম দিকে চট্টগ্রাম মূল শহরের সাথে সাগর ও বিমান বন্দরেরও দূরত্ব কমে আসবে।

কম খরচে ভ্রমণ আরো সহজ হবে। আর দুই বন্দর থেকেই মাল পরিবহন সহজ হবে।

এছাড়া টানেলটি নির্মাণের পর চট্টগ্রাম বন্দরের সুযোগ সুবিধা বাড়বে। যার কারণে গভীর সমুদ্র বন্দরের নির্মাণ কাজও এগিয়ে যাবে।

সেতু কর্তৃপক্ষ বলছে, টানেল নির্মাণ শেষ হলে চট্টগ্রাম শহরকে চীনের সাংহাই শহরের আদলে ওয়ান সিটি টু টাউন বা এক নগর দুই শহর এর মডেলে গড়ে তোলা হবে।

টানেলটি দেশের অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলবে উল্লেখ করে এর প্রকল্প পরিচালক হারুনুর রশীদ বলেন, এই টানেল চালু হলে সেটি দেশের জিডিপিতে বার্ষিক শূণ্য দশমিক ১৬৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কর্ণফুলী নদীর উপর যে টানেলটি গড়ে তোলা হচ্ছে সেটি আসলে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের জন্য একটি ভাল প্রকল্প হিসেবে দেখা দিতে পারে।

কিন্তু স্বল্পমেয়াদে এটি আসলে সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দেখা দিবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক শিক্ষক ড. মঈনুল ইসলাম বলেন, মীরসরাই থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত মেরিনড্রাইভ সড়কটি যদি সম্পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে মেরিনড্রাইভের পাশে অনেকগুলো শিল্প এলাকা গড়ে উঠবে। অতএব লং টার্ম বিবেচনা করলে এটা গুড প্রজেক্ট, বলেন তিনি। কারণ এটি চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের দূরত্ব কমিয়ে দেবে।

তবে তিনি মনে করেন স্বল্পমেয়াদে এটার আয় দিয়ে এটি নির্মাণে যে খরচ হয়েছে সে খরচ তোলা যাবে না।

সেদিক থেকে এটা শর্ট টার্মে এটা বোঝা হয়ে থাকবে বাংলাদেশের উপরে, মি. ইসলাম বলেন। আগামী ৫-৭ বছরে এই অবস্থা থেকে উত্তরণ হবে না বলেও মনে করেন তিনি।

যুক্তি হিসেবে তিনি বলেন, কারণ আগামী ৫-৭ বছরে এটা পর্যাপ্ত ব্যবহৃত হবে না। এতে যথেষ্ট পরিমাণ গাড়ি চলাচল করবে না। ফলে প্রথম দিকে এটি বাংলাদেশের উপরে একটি বোঝা হয়ে থাকবে।

মি. ইসলাম বলেন, ২০২৫ সাল থেকে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা শুরু হয়ে যাবে। আর স্বল্প মেয়াদে যে লাভ হবে এই টানেল থেকে সেটি ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট হবে না।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণ সহসাই হবে না বলেও মনে করেন তিনি।

এই পর্যায়ে এসে এখান থেকে বের হওয়ার কোন রাস্তা নাই। এটা আন্ডার ইউটিলাইজ (কম ব্যবহৃত) হবে কয়েক বছর, এটা মেনে নিতেই হবে, বলেন তিনি।

তবে যদি চট্টগ্রাম বন্দরের কিছু জেটি কর্ণফুলীর দক্ষিণ পাড়ে সরানো যায় তাহলে চট্টগ্রাম বন্দরের কার্গো হ্যান্ডলিং সক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে।

অর্থনীতির সাবেক এই অধ্যাপক বলেন, এগুলো সম্ভাব্য সুবিধা এবং এসব চিন্তা করলে টানেলটা একটা ভাল প্রকল্প।

রাজনৈতিক ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পাকিস্তানের নতুন সেনাপ্রধান হলেন আসিম মুনির

ইস্লামাবাদ (ওয়েবডেস্ক)ঃ পাকিস্তানের ক্ষমতাধর এই পদে কে বসছেন তা নিয়ে গত কয়েকমাস ধরে বহু জল্পনার পর সাবেক সেনা গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়া অবসরে যাচ্ছেন ২৯শে নভেম্বর। তার পাঁচদিন আগে বৃহস্পতিবার তার উত্তরসূরি নিযোগ করা হয়। জেনারেল মুনির বর্তমানে পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর সবচেয়ে সিনিয়র জেনারেল এবং জেনারেল বাজওয়ার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসাবে তাকে দেখা হয়। তিনি সে দেশের অত্যন্ত প্রভাবশালী আন্তঃবাহিনী গোয়েন্দা বিভাগ আইএসআইয়ের নেতৃত্বে ছিলেন। পাকিস্তানে রাজনীতি এবং পররাষ্ট্র নীতিতে সবসময় সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে, এবং নতুন একজন সেনাপ্রধান এমন সময় আসছেন যখন দেশটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিক দিক থেকে বড় রকম সংকটের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান - যিনি এপ্রিলে ক্ষমতাচ্যুত হন- নতুন সেনাপ্রধানের নিযোগ নিয়ে ইসলামাবাদে নতুন জোট সরকার এবং সেনাবাহিনীর ওপর চাপ তৈরি করেছিলেন।

রাজনীতির পাশাপাশি, পাকিস্তানকে এখন মারাত্মক এক অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করতে হচ্ছে। রপ্তানি ক্রমাগত কমছে এবং সেইসাথে দফায় দফায় বাড়ছে খাদ্যের দাম। কয়েকমাস আগে নজিরবিহীন এক বন্যা ছিল মরার ওপর খাঁড়ার ঘা।

জেনারেল মুনির যখন ২৯শে নভেম্বর সেনাবাহিনীর ক্ষমতা নেবেন তখন তিনিই হবেন বৈরি প্রতিবেশী ভারতের সাথে সম্পর্কের প্রধান কাণ্ডারি। সেই সাথে আফগানিস্তানের নতুন তালেবান প্রশাসনের সাথে সম্পর্কের হালও তাকে ধরতে হবে। কারণ অঘোষিতভাবে পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ এখনও সেনাবাহিনীর হাতে।

পাকিস্তানের রাজনীতিকরা সেটা খুব ভালোভাবেই জানেন, মানেন এবং তা স্বীকারও করেন।

সেনাপ্রধান কোনও রাজনৈতিক পদ নয়, কিন্তু বাস্তবে এই পদে আসীন ব্যক্তির রাজনৈতিক ভূমিকা রয়েছে, ইসলামাবাদে বিবিসির সামিরা হুসেইনকে বলেন পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের বিশেষ উপদেষ্টা ফাহদ হুসেইন।

নতুন সেনাপ্রধান জে. আসিম মুনিরের সময় তার ব্যতিক্রম কিছু হবে তা নিয়ে তেমন কোনো ভরসা পাকিস্তানে নেই। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পিটিআই কোনোভাবেই জে. মুনিরের নিযোগ চাইছিল না। কারণ, আইএসআইয়ের প্রধান থাকাকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মি. খানের সাথে মতবিরোধের জেরেই জে. মুনিরকে ঐ সংস্থার নেতৃত্ব ছাড়তে হয়েছিল বলে অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন।

সে কারণেই পিটিআই যাতে সেনাপ্রধান পদে জে. মুনিরের নিযোগ নিয়ে বিতর্ক শুরু না করে তা নিশ্চিত করতে প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি নিজে লাহোরে গিয়ে ইমরান খানের সাথে কথা বলেন।

ইমরান খান হয়তো এই নিযোগ নিয়ে বিতর্ক না তুলতে রাজি হয়েছেন, কিন্তু তাতে করে সেনা নেতৃত্বের সাথে তার চলতি বিরোধ বন্ধ হবে সে সম্ভাবনা কেউ দেখছেন না। আমদের গণতন্ত্র দুর্বল, বিবিসিকে বলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লে. জেনারেল তালাত মাসুদ, ফলে সেনাবাহিনী সবসময় ঐ দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েছে। পঁচাত্তর বছর আগে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে সেনাবাহিনী তিনবার ক্ষমতা দখল করেছে। বিভিন্ন সময় মোট ৪০ বছর ধরে সরাসরি দেশ শাসন করেছে।

মোট ছয়জনের একটি তালিকা থেকে জে. মুনিরকে নতুন সেনাপ্রধান হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

যদিও কাগজে কলমে পাকিস্তানে সেনাপ্রধান নিযোগের একমাত্র ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু এই নিযোগ নিয়ে সবসময় প্রধানমন্ত্রী এবং বিদায়ী সেনাপ্রধানের মধ্যে টানাপড়েন চলে। এ দফায় ঐ টানাপড়েন ছিল আরও প্রকট। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ এ নিয়ে বিস্তর পরামর্শ করেছেন তার ভাই এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের সাথে, যিনি রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য এখন উন্মুখ।

মি. শরীফের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ইমরান খান সেনাপ্রধান নিযোগ নিয়ে খোলাখুলি কথা বলেছেন। তার কথা, বর্তমান 'দুর্নীতিগ্রস্ত' সরকার প্রধানকে সেনাপ্রধান নিযোগের অধিকার দেওয়া উচিৎ নয়।

তবে এটা একরকম ওপেন সিক্রেট যে মি. খান নিজে সেনাবাহিনী এবং সেনা গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইএর সাহায্য নিয়ে ২০১৮ সালে নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এসেছিলেন। এরপর সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার জেরেই মূলত তাকে এপ্রিলে ক্ষমতা হারাতে হয়। এরপর থেকে মি. খান রাজনীতিতে অতিরিক্ত নাক গলানোর জন্য খোলাখুলি সেনাবাহিনীর নিন্দা করে চলেছেন। এমনকি এ মাসের গোঁড়ার দিকে তার ওপর গুলির জন্য তিনি সেনাবাহিনীর শীর্ষ ক'জন কর্মকর্তাকে দায়ী করেন। যদিও সেনাবাহিনী এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে তবে মি. খানের সমর্থকরা বিশ্বাস করেন তাদের নেতা ও দলের বর্তমান দুর্দশার জন্য দায়ী সেনাবাহিনী।

এ সপ্তাহে বিদায়ী সেনাপ্রধান জে. বাজওয়া, যিনি দু'দফায় মোট ছয় বছর ক্ষমতায় থাকার পর অবসরে যাচ্ছেন, স্বীকার করেন গত ৭০ বছর ধরে সেনাবাহিনী পাকিস্তানের রাজনীতিতে ভূমিকা রেখে চলেছে যা 'অসাংবিধানিক।'

লড়াইতে নিহত সেনা সদস্যদের স্মরণে বুধবার আযোজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি জানান, সেনাবাহিনী তাদের এই ভূমিকা বদলাবে।

অনেক চিন্তাভাবনার পর সেনাবাহিনী সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজনীতিতে তারা আর মাথা গলাবে না, তিনি বলেন, আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে পারি সেনাবাহিনী ভবিষ্যতে এই সিদ্ধান্ত অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে।

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ওয়াশিংটনে এক সফরের সময় প্রবাসী পাকিস্তানীদের সাথে এক সভায় তিনি একই কথা বলেন।

তবে এর আগেও পাকিস্তানের আরও ক'জন সেনাপ্রধান অবসর নেওয়ার আগে একই ধরণের কথা বলেছেন, কিন্তু বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি।

ফাহদ হুসেইন বলেন, জেনারেল বাজওয়ার সময়ে সেনাবাহিনী পাকিস্তানের রাজনীতিতে মাত্রাতিরিক্ত মাথা গলিয়েছে।পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে সরকার এবং বিরোধী দলগুলো এখন আর এক কক্ষে বসে কথা পর্যন্ত বলেনা। রাজনীতি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে কোনও কথা হয়না। সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের কোনও চেষ্টা এখন আর নেই, তিনি বলেন।

মি. হুসেইন এমনও মনে করেন যে সেনাবাহিনী পাকিস্তানে হয়তো আবারও ক্ষমতা নেবে।

তবে সাবেক সেনা কর্মকর্তা জে. তালাত মাসুদ অতটা হতাশ নন, এবং তিনি মনে করেন, পাকিস্তানে হয়ত সেনাবাহিনী এবং বেসামরিক প্রশাসনের সম্পর্কে একটি ভারসাম্যের সূচনা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ সেনাপ্রধানের কাছে সেনাবাহিনীর ভূমিকায় মৌলিক পরিবর্তন আনার বড় একটি সুযোগ এসেছে, তিনি বলেন। তবে হতে পারে সেটা শুধুই আশা হয়েই রয়ে যাবে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
27.11.2022

বিএনপির কুমিল্লা সমাবেশে নেই 'পরিবহন ধর্মঘট'-এর বাধা

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ ঢাকার কাছের বিভাগীয় শহর কুমিল্লায় বিরোধী দল বিএনপির সমাবেশ নির্ধারিত সমাবেশ শুরুর আগেই সমাবেশস্থল কুমিল্লা টাউন হল মাঠ ছাড়িয়ে আশেপাশের এলাকাগুলো দলটির কর্মী ও সমর্থকে পূর্ণ হয়ে গেছে। কুমিল্লা শহরের বিভিন্ন এলাকা ছাড়া আশেপাশের নানা জেলা ও উপজেলা থেকে দলটির নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা মিছিলসহ আসছেন। বিএনপির এর আগের বিভাগীয় সমাবেশগুলোর এক দিন আগে থেকেই দেখা গেছে সংশ্লিষ্ট শহরটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে 'পরিবহন ধর্মঘট'-এর নামে। বিএনপির তরফ থেকে বরাবরই অভিযোগ করা হয়েছে সরকারের সমর্থনপুষ্ট পরিবহন মালিকশ্রমিক সমিতিগুলো সমাবেশকে বাধাগ্রস্ত করতেই সাজানো 'পরিবহন ধর্মঘটন' ডেকেছে। যদিও সরকারি দল এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তবে কুমিল্লা সমাবেশের আগে এমন কোন পরিবহন ধর্মঘট দেখা যায়নি। তবে সমাবেশের দিন কুমিল্লায় ইংটারনেটের গতি কমিয়ে রাখার একটি অভিযোগ উঠেছে। যে অভিযোগ ছিল অন্যান্য শহরের সমাবেশগুলোতেও।

নাগরিক হওয়ার নিয়ম সহজ করবে জার্মানি

বার্লিন (এজেন্সী) ঃ জার্মানিতে বসবাসরত অভিবাসীদের নাগরিকত্ব দেয়ার নিয়ম শিথিল করতে চায় দেশটির সরকার। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে অভিবাসীদের দ্বৈত নাগরিকত্ব ও জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের সুবিধাও মিলবে।

অভিবাসীদের নাগরিকত্ব গ্রহণেরপ্রক্রিয়া সহজ করার উদ্যোগ নিয়েছে জার্মানির সরকার। এরই মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি খসড়া প্রতিবেদন দিয়েছে।

বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী অভিবাসীরা আট বছর জার্মানিতে থাকলে নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারেন। খসড়া আইনে সেটি বদলে পাঁচ বছর করা হয়েছে। এমনকি কেউ 'ইন্টিগ্রেশন বা জার্মান সমাজে একীভূত হওয়ার জন্য বিশেষ দক্ষতা' অর্জন করলে তিন বছর পরও আবেদন করা যাবে। তবে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিষয়টি এখনও আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে এবং কোনো কিছুই চূড়ান্ত হয়নি।

বর্তমানে জার্মানিতে অভিবাসীদের সন্তানেরাজন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পায় না। নতুন আইন হলে সেখানটায় পরিবর্তন আসতে পারে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশটিতে দীর্ঘ সময় ধরে আইনগতভাবে বসবাসকারী অভিবাসীদের জার্মানিতে জন্ম নেয়া সন্তানেরা নাগরিকত্ব পাবে।

এর আগে জার্মানির ১৬টি রাজ্যের মন্ত্রীরা ফেডারেল সরকারকে দ্রুত এই বিধান চালুর উপর জোর দেন। গত সপ্তাহে মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম 'দ্য লোকাল' জানিয়েছে, অভিবাসীরা যাতে দ্বৈত নাগরিকত্ব পান সেই সুবিধাও রাখা হচ্ছে। বর্তমানে শুধু ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং সুইস নাগরিকদের এই সুবিধা দেয় জার্মানি।

সরকার গঠনের সময় জার্মানির নাগরিকত্ব ও অভিবাসন আইন পরিবর্তনে ঐকমত্যে পৌঁছায় জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসের এসপিডি এবং পরিবেশবান্ধব গ্রিন পার্টি ও ব্যবসাবান্ধব এফডিপি। এই তিন দলই চায় অভিবাসীদের জন্য দ্বৈত নাগরিকত্বের বিধানসহ বসবাস ও আশ্রয় আবেদনের নিয়মগুলো সহজ করতে।

তবে এই উদ্যোগের বিরোধিতাও করছেন কোনো কোনো রাজনীতিবিদ। বিরোধী ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন (সিডিইউ)-এর সংসদ সদস্য থর্স্টেন ফ্রাই এই বিষয়ে বিল্ডকে দেয়া প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ''জার্মান পাসপোর্টকে কোনোভাবেই আবর্জনায় পরিণত করা যাবে না।''

ক্রিশ্চিয়ান সোশ্যাল ইউনিয়নের রাজনীতিক আন্দ্রেয়া লিন্ডহোলৎস উদ্বেগ জানিয়ে বলেন, প্রস্তাবগুলি আইনে পরিণত হলে ''জার্মানিতে বসবাসরত বিদেশিরা ইন্টিগ্রেশন বা একীভূত হওয়ার একটি মহৎ প্রণোদনা থেকে বঞ্চিত হবেন।''

ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আরো একটি ধর্ষণের অভিযোগ

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ নব্বইয়ের দশকে কথিত ধর্ষণের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন লেখক ই. জিন ক্যারল। মিজ ক্যারল, যার বয়স এখন ৭৮ বছর, বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হওয়া অ্যাডাল্ট সারভাইভার্স অ্যাক্ট নামে নতুন একটি আইনের আওতায় নিউ ইয়র্কে এই মামলাটি দায়ের করেছেন। এ আইনে তিনিই প্রথম কোন মামলা করলেন।

মি. ট্রাম্প তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের আইনে ধর্ষণের শিকার ভুক্তভোগীরা এক বছরের মধ্যে যৌন নিপীড়নের মামলা দায়ের করতে পারেন।

এর পর হলে তা স্থানীয় আইনের সময়সীমা অতিক্রম করে যায়।

যদি যৌন নিপীড়ন ঘটার সময় ভুক্তভোগীর বয়স ১৮ বছরের বেশি হয় এবং ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটে যা বেশিরভাগ অপরাধের ক্ষেত্রে থাকা সময়সীমা অতিক্রম করে, তাহলে তারা অ্যাডাল্ট সারভাইভার্স অ্যাক্ট আইনে মামলা করতে পারেন।

মিজ ক্যারল অভিযোগ করেছেন, ২৭ বছর আগে নিউইয়র্কের একটি বিলাসবহুল ডিপার্টমেন্ট স্টোরের ড্রেসিং রুমে তার ওপর যৌন হামলা হয়েছিল। নতুন এই আইনটি এই রাজ্যের সাম্প্রতিক শিশু নির্যাতন আইনের অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে। এতে অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকার সময় নির্যাতনের শিকার হলেও, পরে তারা মামলা করতে পারেন।

নিউইয়র্কের শিশু নির্যাতন আইনটি ২০১৯ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে। এতে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের অভিযোগ দায়ের করার জন্য দু'বছরের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে।

ঐ আইনের অধীনে গির্জা কর্তৃপক্ষ, হাসপাতাল ও স্কুলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রায় ১১,০০০ মামলা দায়ের করা হয়। দু'হাজার উনিশ সালে যখন প্রথমবারের মতো অভিযোগটি তোলা হয় সে সময় ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে মিথ্যুক বলার পর মিজ ক্যারল সাবেক রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলাও দায়ের করেছিলেন।

মি. ট্রাম্প মিজ ক্যারলের দাবিকে 'কাল্পনিক' বলে অভিহিত করেছিলেন।

ঐ দেওয়ানি মামলাটির বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে ৬ই ফেব্রুয়ারি।

মিজ ক্যারলের অ্যাটর্নি রবার্টা কাপলান একটি বিবৃতিতে বলেছেন, মি. ট্রাম্পকে তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী করার লক্ষ্য নিয়ে বৃহস্পতিবার এই নতুন মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।

মি. ট্রাম্পের আইনজীবী আলিনা হাব্বা মার্কিন মিডিয়াকে বলেছেন, নির্যাতনে শিকার ব্যক্তিরা সামনে এগিয়ে এলে তিনি তাদের সম্মান ও প্রশংসা করেন। তবে দুর্ভাগ্যবশত, এই আইনের উদ্দেশ্যকে অপব্যবহার করার জন্য মামলাটি দায়ের করা হয়েছে, এবং এটা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বৈধ বিশ্বাসযোগ্যতাকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে।

নতুন আইন ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে?

অ্যাডাল্ট সারভাইভার্স অ্যাক্ট আইন কার্যকর হওয়ার পর অন্যরাও মামলা করার পরিকল্পনা করছেন।

এর মধ্যে রয়েছে নিউইয়র্ক প্রেসবিটেরিয়ান এবং কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সাথে সম্পর্কিত হাসপাতালের একজন প্রাক্তন গাইনোকোলজিস্ট রবার্ট হ্যাডেনের বিরুদ্ধে একটি ক্লাস অ্যাকশন মামলা, যার বিরুদ্ধে কয়েক ডজন রোগী যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এনেছেন।

যৌন নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের পক্ষে আন্দোলনকারীরা মনে করছেন, মানসিক আঘাত বা প্রতিশোধের ভয়ের কারণে আগে যারা অভিযোগ দায়ের করতে সাহস করেননি, নতুন এই আইন তাদের ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ সুগম করবে।

দু'হাজার আঠারো সালে MeToo আন্দোলন শুরু হওয়ার পর নিউজার্সি, ক্যালিফোর্নিয়া, অ্যারিজোনা এবং মন্টানাসহ অন্যান্য বেশ ক'টি অঙ্গরাজ্য যৌন অপরাধের সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত বিধানগুলো হয় প্রসারিত করেছে, নয়তো অস্থায়ীভাবে বাতিল করেছে।

ঘেরাও থেকে ধস্তাধস্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার কী হবে?

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ বিশ্বভারতীতে অভূতপূর্ব অশান্তি। উপাচার্যকে ঘেরাও করে রাখা হলো ১২ ঘণ্টা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে জমি হস্তান্তর নিয়ে বিতর্ক। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা ক্ষোভ বিক্ষোভ। পঠনপাঠনে কতটা বিরূপ প্রভাব পড়বে?

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত্নে লালিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। বীরভূমের বোলপুরের শান্তিনিকেতনে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামডাক রয়েছে আন্তর্জাতিক মহলেও।সেখানে কর্তৃপক্ষ ও পড়ুয়াদের মধ্যে বিরোধ নতুন নয়। তবে সাম্প্রতিক ঘটনায় যথেষ্ট উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

বিভিন্ন দাবিতে চলতি সপ্তাহে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে ঘেরাও করেন বিশ্বভারতীর পড়ুয়ারা। ১২ ঘণ্টা ধরে চলে ঘেরাও বিক্ষোভ। ছাত্রছাত্রীদের এই কর্মসূচি চলাকালীন মারাত্মক অভিযোগ ওঠে উপাচার্যের বিরুদ্ধে। পড়ুয়াদের দাবি, উপাচার্য তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে বলেছেন। এই অভিযোগ খারিজ করে উপাচার্যের পাল্টা দাবি, পড়ুয়ারা তার গায়ে হাত তুলেছে।

বিশ্বভারতীতে আন্দোলনকারী ছাত্র প্রত্যূষ মুখোপাধ্যায় বলেন, উপাচার্য ক্যাম্পাসে স্বেচ্ছাচারিতা চালাচ্ছেন। পড়ুয়া থেকে অধ্যাপকদের সাসপেন্ড করছেন। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এক ছাত্রকে ভর্তি নিতে চাইছেন না। এই বিক্ষোভ ঘিরে বুধবার দফায় দফায় অশান্ত হয়ে ওঠে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উপাচার্যকে ঘিরে ছিলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। উপাচার্যের ঘরের দরজা ভেঙে পড়ুয়ারা ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাদের সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের হাতাহাতি লেগে যায়। দুই পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। এক পড়ুয়া ও এক নিরাপত্তারক্ষী আহত হয়েছেন। বিশ্বভারতীর ছাত্র সোমনাথ সৌ তিন দফায় নয় মাস সাসপেন্ড ছিলেন। পরে তাকে বহিষ্কারও করা হয়। তিনি বলেন, আমাকে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে না। হাইকোর্টে মামলা করে ভর্তির পক্ষে রায় এনেছি। তবু বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি নিচ্ছে না। শুক্রবার থেকে উপাচার্যের বাড়ির সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন পড়ুয়ারা। শনিবারও চলছে অবস্থান।

দক্ষিণের বোলপুরে যখন এই ছবি, তখন ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। অভিযোগ, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদে গড়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচাও মঞ্চ। শুক্রবার এই মঞ্চের বিক্ষোভ মিছিল পুলিশ রোখার চেষ্টা করলে ধুন্ধুমার বাধে।

আন্দোলনকারীদের দাবি, হোটেল তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেসরকারি সংস্থাকে দেওয়া হচ্ছে। এ নিয়ে আলোচনার জন্য অধ্যাপক ও পড়ুয়াদের উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্রর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি। যদিও কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, জমির মালিকানা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে থাকছে। ওই জমিতে হোটেল ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

মিশ্র বেশিদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে বসেননি। আগের উপাচার্য সুবীরেশ ভট্টাচার্য এখন জেলে। স্কুল নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

কিছুদিন আগেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সংকটের বিষয়টি সামনে এসেছিল। এ জন্য কর্তৃপক্ষ প্রাক্তনীদের কাছে সাহায্য চান। রাজ্য দাবি করে, তাদের প্রদেয় অর্থ যাদবপুরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। কেন্দ্রের প্রদেয় টাকা না মেলায় সমস্যা হচ্ছে। কলকাতায় অবস্থিত আর এক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরী সম্প্রতি পদত্যাগের ইচ্ছেপ্রকাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার কার্যালয়ে কর্মীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় কাজ সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। এ কারণেই তিনি পদ ছাড়তে চান বলে সংবাদে প্রকাশ।

রাজ্য সরকার ও রাজ্যপালের দ্বন্দ্বের ফলও ভুগতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়কে। দেশের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়কে আচার্য তথা রাজ্যপালের সম্মতি ছাড়াই নিয়োগ করে রাজ্য। তার নিয়োগ হাইকোর্টের পর সুপ্রিম কোর্টও বাতিল করে দেয়। ফলে এখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো স্থায়ী উপাচার্য নেই।

স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে এই সপ্তাহেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের বাইরে গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়েন শাসক ও বিরোধী শিবিরের ছাত্র সংগঠনের সমর্থকরা। পুলিশ ব্যারিকেড করে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্বশাসিত, এর মধ্যে বিশ্বভারতীয় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। পরিচালনার ভার যাদের হাতেই থাকুক, পশ্চিমবঙ্গের একাধিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘিরে এ সব ঘটনা চিন্তায় রেখেছে পড়ুয়া, অভিভাবক থেকে শিক্ষা মহলকে। এতে যে আখেরে পড়াশোনারই ক্ষতি!

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য পবিত্র সরকার বলেন, আমাদের রাজ্যের উচ্চশিক্ষা, মধ্যশিক্ষা, নিম্নশিক্ষা সবই সংকটের মধ্যে রয়েছে। স্কুলে নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য জেলে রয়েছেন। সবমিলিয়ে ভয়ঙ্কর লজ্জার পরিস্থিতি।

সাবেক অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার দুর্নীতির সঙ্গে শিক্ষার বাণিজ্যিকরণ নিয়ে চিন্তিত। তিনি বলেন, বুনিয়াদি থেকে উচ্চশিক্ষা পণ্য হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার সঙ্গে চাকরিও টাকা দিয়ে কেনা হচ্ছে। শিক্ষা ক্রয়যোগ্য হয়ে উঠলে যা হয়, সেটাই দেখতে পাচ্ছি।

বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা যেভাবে বেড়েছে
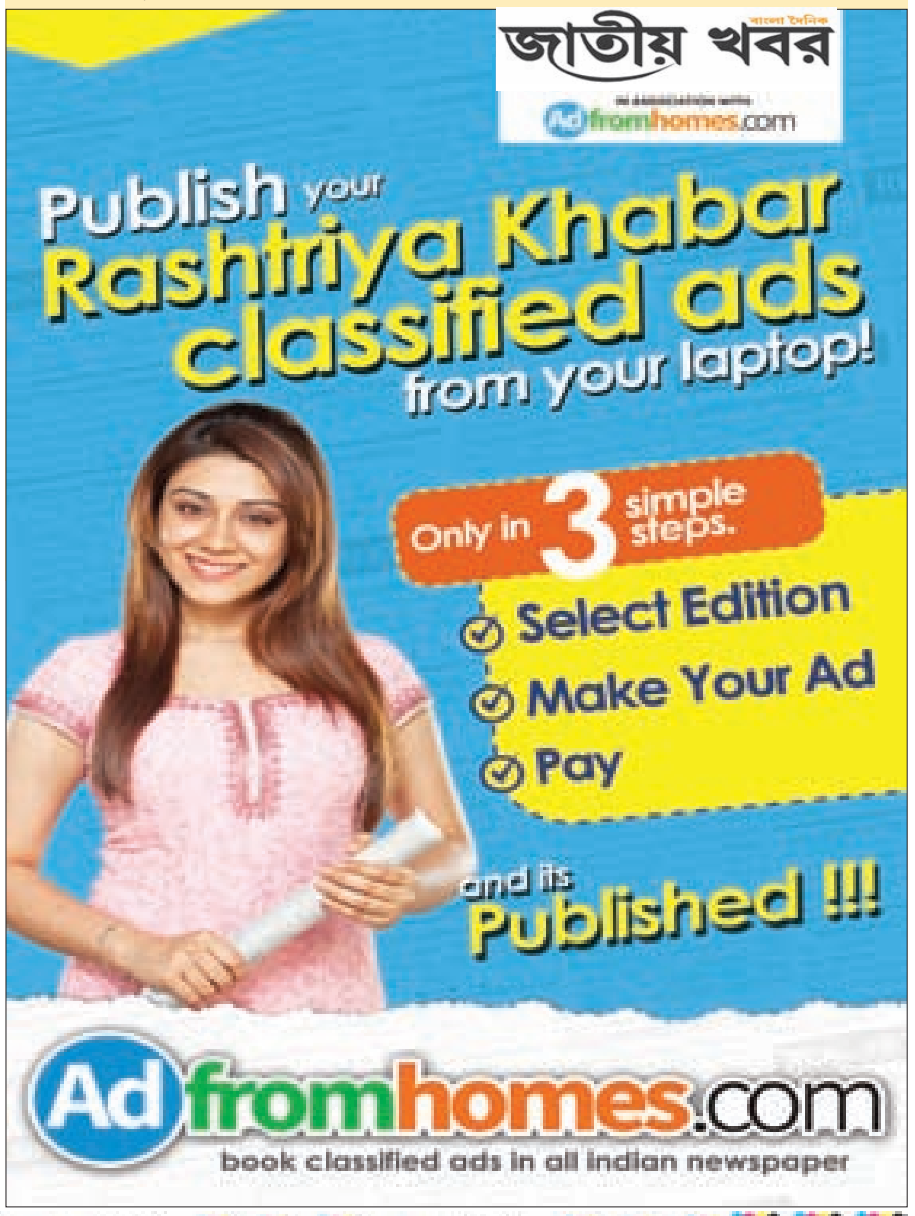
ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, দেশটিতে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকলেও নারীর প্রতি সহিংসতা কমছে না, বরং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিবারে এবং অনলাইনে নারী নির্যাতন বেড়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতার এই উদ্বেগজনক চিত্রের কথা অধিকার কর্মীরা যখন তুলে ধরছেন তখন বাংলাদেশেও আজ শুক্রবার পালিত হয়েছে জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণে আন্তর্জাতিক দিবস। বাংলাদেশে পুলিশের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, গত পাঁচ বছরে নারীর প্রতি সহিংসতার মামলা কমেনি। নারী অধিকার কর্মীরা বলছেন, পরিবারে নারীর প্রতি সহিংসতা যেমন বাড়ছে তেমনি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনলাইনে এই হয়রানির মাত্রা বেড়েছে। ঢাকার একজন উচ্চ শিক্ষিত চাকরী নারী রাহেলা আক্তার(ছদ্মনাম) ছয় বছর আগে প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বিয়ে করার কিছুদিন পরে তার সামনে ভিন্ন এক বাস্তবতা এসে হাজির হয়। যৌতুকের জন্য শ্বশুর বাড়িতে স্বামীর হাতেই তিনি প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হতেন। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে এক পর্যায়ে বিচ্ছেদের পথ বেছে নেন তিনি। এই নারী চান না যে তার নাম প্রকাশিত হোক। নানাভাবে আমার কাছে মোটা অংকের টাকা দাবি করতো। যেহেতু আমি চাকরি করতাম। মাঝে মাঝে আমাকে মেরে রক্তাক্ত করে দিতো, বলছিলেন রাহেলা আক্তার।